নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ

কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মীদের জন্য
প্রশিক্ষণ সহায়িকা

প্রণয়ন সহায়তায়:
এডভোকেট ইউ এম হাবিবুন নেসা
এডভোকেট কামরুন নাহার

সিএইচটিডিএফ, ইউএনডিপি
ফেব্রুয়ারী ২০১৩

মুখবন্ধ

দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি সংঘাতপ্রবণ অঞ্চল। বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়ায় এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিরতা প্রতিষ্ঠা যেমন ব্যাহত হচ্ছে তেমনি এ অঞ্চলের পুরানো বিভিন্ন সমস্যার সাথে এখন যুক্ত হচ্ছে দূর্বল ও অসহায় জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী ও শিশুর প্রতি শোষণ ও সহিংসতার আরো অনেক নতুন মাত্রা। বিভিন্ন প্রতিবেদন, সমীক্ষা ও গণমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী সারা দেশে তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্ষণ, গণ-ধর্ষণ, ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা ইত্যাদি ঘটনার পাশাপাশি পারিবারিক বিভিন্ন নির্যাতন যেমন: বহুবিবাহ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন ইত্যাদি দিন দিন বেড়েই চলেছে যা মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

দেশের একজন নাগরিক হিসেবে সকল নারীর যে কোন আইন যা সহিংসতা প্রতিরোধ করে সেই সুবিধাসমূহ পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া, এই অঞ্চলের প্রথাগত বিচারব্যবস্থা সমূহকে আরো বেশী নারী বান্ধব ও সংবেদনশীল করার জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জন-সচেতনতা ও জনমত গঠন করা এখন সময়ের দাবী। কারণ এটি শুধু নারীর সমস্যা নয় বরং একটি সামাজিক সমস্যা ও ব্যাধি। জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কমিউনিটি পর্যায়ে নারী অধিকার অর্জণ, নারীর উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত তথা ক্ষমতায়ণের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে অনেক সুদূরপ্রসারী ও দৃষ্টান্তমূলক উন্নয়ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অথচ নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর এই পথ চলা ও অগ্রযাত্রায় এবং পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় বিশাল বাধাস্বরুপ।

উপরোক্ত সমস্যার প্রেক্ষাপটে সিএইচটিডিএফ, ইউএনডিপি জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ণ কার্যক্রমের আওতায় কমিউনিটি পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের উপর সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে এই হ্যান্ডবুক/ প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি প্রস্তুত করেছে। আশা করা হচ্ছে এই প্রশিক্ষণ সহায়িকাটি কমিউনিটি ফেসিলিটেটরদের উক্ত বিষয়ের উপর আলোচনা ও সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনায় বিশেষ সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। আরো আশা করা যাচ্ছে যে উক্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কমিউনিটিতে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিশেষ সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
সূচনা পর্ব	১০
সেক্স ও জেন্ডার ধারণাগত স্বচ্ছতা ও বিশে- ষণ	১৫
নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান এবং জেন্ডার ও নারী নির্যাতন	২০
পাহাড়ী এলাকার প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বিশে- ষণ	২৫
নারীর প্রতি সহিংসতা কি ? নারী নির্যাতনের ধরণ ও কারণ সুনির্দিষ্টকরণ	২৮
নারী নির্যাতন মোকাবেলায় (প্রতিরোধ ও প্রতিকার) কার্যক্রম (সামগ্রিক)	৩৪
নারী নির্যাতনের বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশে- ষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ	৪০
সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা জন্য প্রয়োজনীয় ও নুন্যতম দক্ষতা ও গুনাবলী	৪৪
প্রশিক্ষক হবার কৌশল	৪৯
প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী	৫৪

সংযুক্তি

১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধন ২০০৩)
২. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০
৩. সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও মেডিকেল পরীক্ষা সংক্রান্ত পরিপত্র
৪. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি ও সেল গঠন সংক্রান্ত পরিপত্র
৫. ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা
৬. শান্তি চুক্তি
৭. সংবিধান
৮. সিডও
৯. সহায়তা সংস্থা ও ব্যক্তির যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর

মডিউল পরিচিতি

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:

প্রশিক্ষনার্থী

- জেন্ডার, উন্নয়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা সংক্রান্ত ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করতে পারবে এবং পেশাগত ও ব্যক্তি জীবনের সাথে যুক্ত করবে
- নারী পুর"ষের মধ্যে সমতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করতে পারবে
- প্রশিক্ষক হবার যোগ্যতা অর্জন করবে

প্রশিক্ষণের সময়কাল : ২ দিন

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা : ২০ জন (সর্বোচ্চ) প্রতি ব্যাচে

অংশগ্রহণকারীদের ধরণ : কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর /পিএনডিজি সদস্য/পিডিসি সদস্য

প্রশিক্ষক দল : ২/৩ জনের প্রশিক্ষক দল গঠন করা, যাদের জেন্ডার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার বিষয়ে ভাল ধারণা আছে এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে

পরিকল্পনা সভা

প্রশিক্ষক দল এবং প্রশিক্ষণ আয়োজকারী পরিকল্পনা সভায় বসে প্রশিক্ষণ কক্ষটি প্রশিক্ষণের উপযুক্ত করার ব্যবস্থা করবেন যেমন:-

- বসার ব্যবস্থা
- প্রশিক্ষণার্থীদের বিন্যাস, নারী-পুর"ষ, বয়স, শিক্ষা ও পেশা
- উপকরণ সম্পর্কিত
- কক্ষের সাথে বাথর"ম ও পানির ব্যবস্থা
- সময়ানুবর্তিতা
- প্রত্যেক দিনের শেষে পর্যালোচনা করা ও পরের দিনের প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি ইত্যাদি বিবেচনা করবেন

চেকলিস্ট

- অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকদের তালিকা অনুযায়ী অবহিতকরণ
- অংশগ্রহণকারীদের তালিকা অনুযায়ী নিবন্ধন শিট তৈরি করা
- উদ্বোধনী ও সমাপনী পর্বের জন্য প্রস্তুতি (ক্ষেত্রমত)
- আমন্ত্রণপত্র তৈরি ও বিতরণ করা (ক্ষেত্রমত)
- অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা
- উপকরণ সংগ্রহ ও প্রয়োজনে তৈরি করা

- নাম এর কার্ড তৈরি করা
- প্রশিক্ষণ সূচি ও হ্যান্ডআউট ফটোকপি করা
- প্রশিক্ষণের স্থান প্রশিক্ষণের উপযোগী করা
- ব্যানার তৈরি (ক্ষেত্রমত)
- চেয়ার/টেবিলের বরাদ্দ দেয়া (প্রয়োজনে)
- সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া করা (প্রয়োজনে)

অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন)

প্রশিক্ষণের প্রথম দিনেই অংশগ্রহণকারীগণ তাদের নিবন্ধন কাজ সম্পন্ন করবেন। আগেই নিবন্ধন শিট তৈরি করে রাখতে হবে। নিবন্ধনের সময় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি করে নেম ট্যাগ দিতে হবে।

উদ্বোধনী এবং সমাপনী পর্ব

সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুর" ও শেষ করতে হবে। তবে যদি মনে করেন উদ্বোধনী পর্বের প্রয়োজন নাই তাহলে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পরিচিতি পর্ব দিয়ে প্রশিক্ষণ শুর" করতে হবে। সমাপনী পর্বে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে যে কোন দু'জনকে (১ জন নারী ও ১ জন পুর"ষ) প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তাদের মতামত ও অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং পরিশেষে সহায়ক টিমের মধ্য থেকে যে কোন একজন অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে কোর্স সমাপ্ত কর"ন। (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষ করার দিকে মনযোগ থাকা বাঞ্চনীয়)

প্রশিক্ষণ স্থান/ কক্ষ

- প্রশিক্ষণ কক্ষ হবে আলো-বাতাস পূর্ণ ও খোলামেলা
- প্রশিক্ষণ কক্ষ মূল রাস্তার উপর/পাশে না হয়ে একটু ভিতরে হওয়া ভালো, যাতে যানবাহনের শব্দ ব্যাঘাত না ঘটায়
- প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিসর এমন হওয়া উচিত, যাতে করে অংশগ্রহণকারীরা নিচের ছবিতে দেখানো আকৃতিতে বসতে পারে
- ভিপ বোর্ড/হোয়াইট বোর্ড/ব- ্যাক বোর্ড রাখার জায়গা থাকতে হবে
- যদি বোর্ডের ব্যবস্থা না থাকে সেক্ষেত্রে চওড়া দেয়াল দেখে প্রশিক্ষণ কক্ষ নিতে হবে
- অংশগ্রহণকারীদের বসার পর পিছনে বা পাশে বারান্দায় দলীয় কাজের জন্য জায়গা থাকতে হবে
- প্রশিক্ষণ কক্ষে খাবার পানি ও টয়লেটের ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিতে হবে।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের বসার ব্যবস্থা নিম্নরূপ হতে পারে

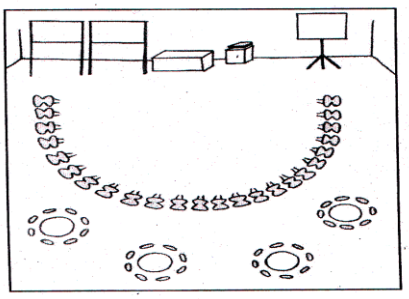

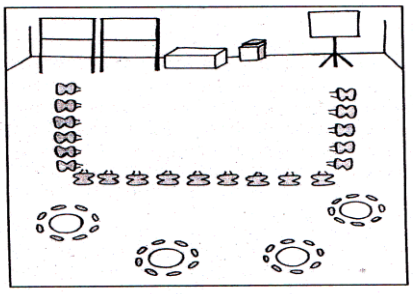

প্রশিক্ষকের দক্ষতা

- প্রশিক্ষককে মনে রাখতে হবে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ সরকারী বা বেসরকারী কর্মীর সাথে কাজ করছেন। এক্ষেত্রে নিজের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করার চেয়ে সম্মানজনক পারস্পরিক বিনিময়মূলক ভাষা ব্যবহার করা
- বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করা
- মনোযোগ সহকারে শোনা
- যথাযথভাবে প্রশ্ন করা
- অংশগ্রহণকারীদের যথাযথ সম্মান দেখানো
- প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা
- প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা
- প্রশিক্ষণের বিষয়ে পর্যাপ্ত ধারণা অর্জন করা

অধিবেশন পরিচালনা পদ্ধতি

- সকল অংশগ্রহণকারীর আলোচনায় অংশগ্রহণ ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে
- বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, যাতে করে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণকে সফল করতে পারেন

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কিছু গুর"ত্বপূর্ণ বিষয় : যেকোন প্রশিক্ষনে অধিক ব্যবহৃত পদ্ধতি সমূহ হচ্ছে ঝড়ো চিন্তা , দলগতভাবে আলোচনা ইত্যাদি। দলভাগের কৌশল, প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণের বর্ণনা প্রশিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনা বিষয়ে কিছু গুর"ত্বপূর্ণ পরামর্শ নবম অধিবেশনে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে।

অধিবেশন- এক

শিরোনাম **:সূচনা পর্ব**

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- একে অন্যের সাথে পরিচিত হতে পারবেন;
- প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা উপস্থাপণ করতে পারবেন; এবং
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী জানবেন, বুঝবেন এবং বর্ণনা করতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা:

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১	উদ্বোধনী পর্ব, অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি	নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও উপস্থাপনা	নোট প্যাড, কলম	৩০ মিনিট
২	অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা	দলীয় কাজ /একক কাজ	ফ্লিপশিট, মার্কার ,ভিপকার্ড	১০ মিনিট
৩	কোর্স পরিচিতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, আলোচ্যসূচি, প্রক্রিয়া, নিয়মাবলী	দৃশ্যমান উপস্থাপনা	ফ্লিপশিট, মার্কার আর্ট পেপার	২০ মিনিট

প্রক্রিয়া উদ্বোধনী ও পরিচিতি পর্ব

ধাপ ১

- শুর"তেই সবাইকে স্বাগত শুভেচ্ছা জানিয়ে কোর্সের সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী পর্ব পরিচালনা করুন
- উদ্বোধনী পর্ব শেষে অংশগ্রহণকারীদেরকে বলুন, আমরা কি সবাই সবাইকে চিনি?
- এবার বলুন, আমরা যেহেতু বিভিন্ন জেলা/জায়গা থেকে এসেছি সেহেতু একে অপরকে না চেনারই কথা। আবার কারো কারো মধ্যে চেনা-জানা থাকতেও পারে।
- এবার আমরা নিজেদের মধ্যে একটু ভিন্ন ভাবে পরিচিত হব। যতজন অংশগ্রহণকারী আছে ততটি দুই রং এর কাগজ একটি টেবিলে রাখুন। এবার ঐ টেবিল থেকে প্রত্যেককে একটি করে কাগজ নিতে বলুন। প্রত্যেকের কাগজ নেয়ার পর দুই রং এর দুইজনকে একত্রে বসতে বলুন এরা দুইজন একে অপরের বন্ধু। অংশগ্রহণকারীগণ বিজোড় হলে সহায়ক দলের থেকে একজন অংশগ্রহণকারীদের সাথে বন্ধু হবেন
- স- াইডে/ফ্লিপশিটে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো দেখান এবং প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে এই প্রশ্নগুলোর আলোকে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলুন প্রশ্নগুলো নিচে দেয়া হলো:
  - একজন বন্ধু অপরজন বন্ধুকে সকলের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন
  - পরিচয় করার সময় নাম বলুন
  - একটি বৈশিষ্ট্য বলুন, বৈশিষ্ট্য বলার ক্ষেত্রে একটু সৃজনশীল হতে বলুন

- প্রশ্নের আলোকে আলোচনার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। নির্দিষ্ট সময় পর প্রত্যেক জোড়াকে একত্রে সহায়কের কাছে এসে বা নিজের আসন থেকে একে অপরকে পরিচয় করিয়ে দিতে বলুন
- এক জোড়া পরিচয় দেওয়ার পর বন্ধুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা শব্দকে ইতিবাচক দিক থেকে বিশে- ষণ কর"ন
- পরিচয় দেওয়ার জন্য একবার ডান পাশ আবার বাম পাশ থেকে আসতে বলুন
- সকলের উপস্থাপনার পর সহায়ক দলের প্রত্যেকে নিজ নিজ পরিচয় দিন
- পরিশেষে, এই ছোট্ট অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা যা পেয়েছি তা সমাজে আমাদের আস্থা ও অবস্থানের ভিত্তিতে বিশে- ষণ কর"ন। সবাই ইতিবাচক ভাবে অন্যকে উপস্থাপন করতে চায় কেউ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করেনি। এটি সহজাত ধর্ম সহজে কেউ কারো নিন্দা করে না। আমরা সবার নাম জানলাম ও কি কি প্রতিভা আছে তা জানতে পারলাম। অংশগ্রহণকারীদের বলা উলে- খযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বলে পরিচয় দানের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং পরিচিতি পর্ব শেষ কর"ন

ধাপ ২

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা

- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে এই প্রশিক্ষণ থেকে তাদের প্রত্যাশা কী তা বলতে বলুন
- প্রতিটি প্রশিক্ষণে আসার আগে কিছু বিষয় জানার জন্য মনে ইচ্ছা থাকে। আজকে আমরা এক এক টেবিল করে আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেকে টেবিল থেকে ৩-৪টি করে প্রত্যাশা ঠিক করি
- আলোচনার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিন।
- সময় শেষে কি কি প্রত্যাশা এসেছে তা টেবিল থেকে একজনে পড়ে শুনান। একজন সহায়ক প্রত্যাশাগুলো ফ্লিপশিটে লিখুন
- সবার সাথে আলোচনা করে কিছু বাদ গেলে তা যোগ কর"ন
- সকলের প্রত্যাশা লেখা হলে তা প্রশিক্ষণ কক্ষের একপাশে সবাই দেখতে পারে এমন জায়গায় অথবা যে খানে অধিবেশনগুলোর তালিকা ঝুলানো আছে তার পাশে ঝুলিয়ে রাখুন
- প্রশিক্ষণ চলাকালে কোন শব্দ বা বিষয় যা নির্ধরিত অধিবেশনে আলোচনার সময় বা সুযোগ না থাকার সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য একটি সাদা কাগজ প্রত্যাশা লেখা কাগজের পাশে ঝুলিয়ে রাখুন এবং সেখানে শব্দ বা বিষয়গুলো লিখে রাখুন । এই কাগজের শিরোনাম দিন "পার্কিং লট"
- প্রশিক্ষণের শেষ দিন প্রত্যাশা পূরণ হলো কিনা তা যাচাই করার আশা রেখে আলোচনা শেষ করুন

ধাপ ৩

কোর্স পরিচিতি

- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য পূর্ব থেকে লেখা ফ্লিপশিটে /মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন কর"ন
- অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশার সাথে মিলিয়ে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করুন। এই উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে প্রশিক্ষণে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে অর্থাৎ আলোচ্যসূচি সম্পর্কে ধারণা দিন।
- উদ্দেশ্য পড়ার পর প্রত্যাশার সাথে কোনটা বাদ পড়েছে কি না সকলকে জিজ্ঞেস করা

- প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়াসমূহ ব্যাখ্যা করুন। এ প্রশিক্ষণ থেকে আলোচনার মাধ্যমে আমরা এবং আপনার দুজনই কিছু শিখব
- এবার বলুন, যে কোন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে কিছু নিয়মাবলী মেনে চলতে হয়। এই প্রশিক্ষণেরও কিছু নিয়ম থাকা দরকার যা আমরা মেনে চলবো। আসুন সবাই মিলে প্রশিক্ষণের নিয়মগুলো কি আছে তা দেখি
- অংশগ্রহণকারীদের একজনকে মাল্টিমিডিয়ায়/পোষ্টারে কি নিয়মাবলী লেখা আছে তা পড়তে বলা
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, নিয়মাবলী, কার্ড লেখার নিয়ম ও আলোচ্যসূচি **সংযোজনী- ১.১-এ** দেয়া হলো
- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

সংযোজনী-১.১

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষনার্থীদের

- জেন্ডার, উন্নয়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা সংক্রান্ত ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করতে পারবে এবং পেশাগত ও ব্যক্তি জীবনের সাথে যুক্ত করবে
- নারী পুর"ষের মধ্যে সমতা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করতে পারবে
- প্রশিক্ষক হবার যোগ্যতা অর্জন করবে

প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী

- এক এক করে কথা বলব
- পাশাপাশি কথা বলব না
- প্রয়োজনে প্রশ্ন করব
- সময় মেনে চলব
- পূর্ণ অংশগ্রহণ করব
- নিজে কথা বলব এবং অন্যকেও কথা বলার সুযোগ দিব
- পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখব
- মোবাইল ফোন নিশব্দ রাখব

কার্ড লেখার নিয়ম

- ১টি কার্ডে ১টি ভাবনা
- ১টি কার্ডে ৩ লাইনের বেশী নয়
- অক্ষরের আকার হবে অন্তত ১ ইঞ্চি
- মূল শব্দ এবং নির্দিষ্ট চিহ্নের ব্যবহার
- নির্দিষ্ট কার্ড এবং মার্কার/কলমের ব্যবহার

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ

কমিউনিটি পর্যায়ের কর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণ

আলোচ্য সূচি

প্রথম দিন

অধিবেশন	সময়	বিষয়
	০৯:০০- ০৯.৩০	নিবন্ধণ
প্রথম অধিবেশন	০৯:৩০-১০:০০	সূচনা পর্ব
দ্বিতীয় অধিবেশন	১০:০০-১১:০০	সেক্স ও জেন্ডার ধারণাগত স্বচ্ছতা ও বিশে- ষণ
	১১:০০-১১:১৫	চা বিরতি
তৃতীয় অধিবেশন	১১:১৫- ১২:১৫	নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান এবং জেন্ডার ও নারী নির্যাতন
চতুর্থ অধিবেশন	১২:১৫-১:৩০	পাহাড়ী এলাকার প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বিশে- ষণ
	০১:৩০-০২:১৫	দুপুরের বিরতি
	০২:১৫-০৩:০০	দলীয় কাজ উপস্থাপন
	০৩:০০-০৩:১৫	চা বিরতি
পঞ্চম অধিবেশন	০৩:১৫-০৩:৪৫	নারীর প্রতি সহিংসতা কি ? নারী নির্যাতনের ধরণ ও কারণ সুনির্দিষ্টকরণ
ষষ্ঠ অধিবেশন	০৩:৪৫-০৫:১৫	নারী নির্যাতন মোকাবেলায় (প্রতিরোধ ও প্রতিকার) কার্যক্রম (সামগ্রিক)

দ্বিতীয় দিন

অধিবেশন	**সময়**	**বিষয়**
	০৯:০০-০৯:৩০	পূর্বের দিনের পর্যালোচনা
সপ্তম অধিবেশন	০৯:৩০-১০:৩০	নারী নির্যাতনের বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশে- ষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ
	১১:৩০-১০:৪৫	চা বিরতি
অষ্টম অধিবেশন	১১:৪৫-১:০০	সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় ও নুন্যতম দক্ষতা ও গুনাবলী
	০১:০০-০২:০০	দুপুরের বিরতি
নবম অধিবেশন	০২:০০-০৩:৩০	প্রশিক্ষক হবার কৌশল
	০৩:৩০-০৪:০০	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ও সমাপনী

অধিবেশন দুই

শিরোনাম : সেক্স ও জেন্ডার ধারণাগত স্বচ্ছতা ও বিশে- ষণ

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- সেক্স ও জেন্ডার কি তা ব্যাখা করতে পারবে;
- সেক্স ও জেন্ডারের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য বুঝতে পারবে।

সময় : ২ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা :

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	**সময়**
১	সেক্স ও জেন্ডার	জেন্ডার কুইজ আলোচনা ও বিশ্লেষণ	জেন্ডার কুইজ, ফ্লিপশিট, কার্ড, মার্কার, উপস্থাপনা	১ ঘন্টা
২	সেক্স ও জেন্ডারের বৈশিষ্ট ও পার্থক্য	ফ্লিপশিট/ উপস্থাপন শিট	ফ্লিপশিট, মার্কার	১ ঘন্টা

প্রক্রিয়া

ধাপ ১ সেক্স ও জেন্ডার কি

- পূর্ব থেকে সকল টেবিলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনুযায়ী জেন্ডার কুইজের পৃষ্ঠাটি উল্টো করে রাখুন **(সংযোজনীঃ ২.১)**
- সবই এসেছে কি না নিশ্চিত করুন। তারপর বলুন সকল টেবিলে কিছু কাগজ রাখা আছে প্রত্যেকে ১টি করে পৃষ্ঠা নেবেন। এটি একটি একক অনুশীলন। সুতরাং কারো সাথে আলোচনা করা যাবে না। পৃষ্ঠাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং আপনার মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে এই অনুশীলনের খালি ঘরে টিক (√) চিহ্ন দিন।
- এ কাজের জন্য সময় হচ্ছে ৫ মিনিট
- সহায়ক ঘুরে ঘুরে টেবিলগুলোতে গিয়ে দেখুন কোথাও কারো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কি না। অসুবিধা হলে সহায়ক সহযোগিতা করুন
- সময় শেষে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। বড় দলে আলোচনা কর"ন, কুইজ পূরণ করতে কারো কোন সমস্যা হয়েছে কি না জানুন। কারো কোন নম্বর পূরণ করতে সমস্যা হলে অন্যরা ঐ প্রশ্নের উত্তরে কি লিখেছে জানুন এবং তাদের উত্তরকে বিশে- ষণাত্বক ভাবে জেন্ডার ও সেক্সের আলোকে ব্যাখ্যা কর"ন
- আলোচনায় অংশগ্রহণকারীর উত্তর সেক্স হলে কেন সেক্স বা জেন্ডার হলে কেন জেন্ডার একটি যুক্তি দিতে বলুন। যুক্তি সঠিক মনে হলে ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝিয়ে দিন। যুক্তি সঠিক মনে না হলে অন্যদের কোন যুক্তি আছে কিনা তা জানুন
- কেউ সঠিক উত্তর না দিলে তার যুক্তি জানুন, তাকে আঘাত না করে অন্যরা এ বিষয়ে কি যুক্তি দেয় তা শুনুন এবং আলোচনা করুন
- অংশগ্রহণকারীরা আলোচনায় না আনলে ১১, ১২, ৮, ৫, ২ এরকম কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করুন
- এছাড়াও কিছু কিছু মানুষ আছে যারা পুরুষ বা নারী লিঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেনি, বিষয়টি আলোচনা করুন। সমাজে আমরা তাদেরকে হিজড়া বলি। এরা কখনো পুর"ষ কখনো নারী সাজে।

- জেন্ডার বিষয়টি জাতি, কাল, স্থান ভেদে ভিন্ন হতে পারে। যুক্তি দিয়ে বুঝাতে হবে কোনটি প্রাকৃতিক, যা পরিবর্তনযোগ্য নয়, কোনটি সামাজিক এবং পরিবর্তনযোগ্য
- জেন্ডার ও সেক্স এর সংজ্ঞা প্রদর্শন কর"ন ও আলোচনা করুন (**সংযোজনীঃ ২.২**)। কোন প্রশ্ন থাকলে আলোচনা করা ও পরিস্কার করা

ধাপ ২ সেক্স ও জেন্ডারের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য

পুর্বের অধিবেশনের ধারাবাহিকতায়

- নারীরা নারী, পুর"ষরা পুর"ষ থাকলে, নারী পুর"ষ আলাদা পোষাক, গহনা পরলে কোন অসুবিধা নাই। অসুবিধা কোথায় তা অংশগ্রহণকারীদের থেকে ২-৩ জনের নিকট জানুন এবং নিম্নলিখিত তথ্যগুলো সরবরাহ করুন
  - ⇒ নারী পুর"ষের পার্থক্য শুধু ক) বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি
    খ) বৈষম্যমূলক আচরণ
  - ⇒ পুর"ষকে পুর"ষ বলে এক ভাবে দেখে নারীকে নারী বলে মা-বাবা, এমনকি সমাজ অন্য ভাবে দেখে। বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে নারীরা নানা ভাবে বঞ্চিত হয় এবং নানা ভাবে পুর"ষদের আধিপত্য সৃষ্টি হয়। এর ফলে নারীরা সুবিধা বঞ্চিত হয় এবং পিছিয়ে পড়ে
  - ⇒ সাধারণত জেন্ডার ভূমিকা অনুযায়ী নারীরা ঘরের কাজ করবে আর পুর"ষরা বাহিরে আয় করতে যাবে। পুর"ষরা রান্নার কাজ করতে আসলে তাকে বাধা দেওয়া হয় এবং বলা হয় এটি নারীর কাজ
  - ⇒ জেন্ডার রোল পরিবর্তনশীল, নারীরা এখন আয় করার জন্য বাহিরে যাচ্ছে। পরিবর্তন হয়ও কিন্তু আমরা যখন জেন্ডার রোলকে সেক্স রোল মনে করি তখন পরিবর্তনের জন্য তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়
  - ⇒ নারীরা আয় করছে, বাহিরে যাচ্ছে কিন্তু পুর"ষরা ঘরের কাজের দায়িত্ব নিচ্ছে না একে জেন্ডার অসমতা বলা হয়। জেন্ডার অসমতা আরেকটি সমস্যার সৃষ্টি করবে
- প্রথম স- াইডের প্রতিটি শব্দকে ধরে ধরে ব্যাখ্যা করা (বিশে- ষণ সংযোজনীতে দেয়া আছে)
- অন্তরীনকরণ ও আক্রমন এর কিছু পরিবর্তন আসছে কিন্তু পৃথকীকরণ ও আধিপত্য বিষয়টি চোখ সয়ে গেছে। যার কারণে এগুলো পরিবর্তনের দিকে এগুচ্ছে না সহনীয় বিষয়গুলোর প্রতিবাদ করে না, পুর"ষরা একটু শাসন করবেই, নারীদের একটু কম খেতে হবে, এসব বিশ্বাসের জায়গায় আঘাত করতে হবে, বিশ্বাসের জায়গা পরিবর্তন না হলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হবে না।
- আলোচনার সার সংক্ষেপ করুন: এতক্ষণ সেক্স ও জেন্ডারের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য নিয়ে আলোচনায় যে সব বৈশিষ্ট্য সেক্স বা প্রাকৃতিক তা নিয়ে কোন অসুবিধা নাই। অসুবিধা হলো যে সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো অসমতা তৈরী করে, যাতে নারীকে ছোট করে দেখা হয় ও পুর"ষকে বড় করে দেখা হয়
- নারী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করুন, নারী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন
  - ক) দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
  - খ) আক্রমাত্মক আচরণ নিরসন
  - গ) যুগ যুগ ধরে সুবিধা বঞ্চিত অবস্থার অবসান
- এই বিষয়ে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তা জিজ্ঞাসা করে আলোচনা করুন
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ কর"ন

সংযোজনী-২.১

লিঙ্গ ও জেন্ডার বিষয়ক প্রশ্নোত্তর

(প্রয়োজনমত প্রশিক্ষক নিজে তৈরী করে নিতে পারেন)

নিম্নোক্ত প্রশ্নমালার জন্য টিক (√) চিহ্নের মাধ্যমে আপনার মতামত দিন

ক্র. নং	বক্তব্য	সেক্স	জেন্ডার
১	নারী পুরুষের চেয়ে ভালভাবে সন্তান লালন পালন করতে পারে		
২	নারীর চুল লম্বা		
৩	নারী সন্তানকে স্তন্য দান করে		
৪	পাহাড়ী নারী বেশী পরিশ্রমী, তাই সংসারের সব কাজ তারা করে		
৫	বয়োঃসন্ধিকালে পুর ষের স্বর বদলায়		
৬	পুরুষ যৌন আচরণে নারীর তুলনায় অনেক বেশী খোলামেলা		
৭	নারীদের মাসিক হয়		
৮	পুরুষরা যুক্তিনির্ভর ও নিয়মানুবর্তি		
৯	নারীর চেয়ে পুরুষ বেশী শক্তিশালী		
১০	পুরুষ সাহসী বলে তারা যুদ্ধে যায়		
১১	নারীর নিতম্ব বড়		
১২	নারীর অসুখগুলো বেশীর ভাগ মানসিক		

(সূত্র : এফপিএবি)

সংযোজনী-২.২

সেক্স

লিঙ্গ বা সেক্স হচ্ছে প্রাকৃতিক বা জৈবিক কারণে সৃষ্ট নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য সূচক ভিন্নতা বা শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নারী পুর"ষের স্বাতন্ত্র্য, কিংবা নারী পুর"ষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। যা পরিবর্তনযোগ্য নয়।

জেন্ডার

জেন্ডার হচ্ছে সামাজিক ভাবে গড়ে উঠা মানুষ দ্বারা তৈরী নারী ও পুর"ষের পরিচয়, সামাজিকভাবে নির্ধারিত নারী পুর"ষের মধ্যকার বৈশিষ্ট্য, সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত নারী ও পুর"ষের ভূমিকা যা পরিবর্তনীয় এবং সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব জেন্ডার সামাজিক ভাবে নির্মিত একটি বিষয় যা পরিবর্তনশীল।

জেন্ডার ও সেক্স এর বৈশিষ্ট্য (সাধারণত)

জেন্ডার	সেক্স
পরিবর্তনশীল	অপরিবর্তনীয়
সমাজ ও সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন	পৃথিবীর সব জায়গায় একই রকম
অনির্ধারিত	নির্ধারিত
সমাজ কর্তৃক আরোপিত	আবহমান কাল ধরে একই
মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট	প্রকৃতি প্রদত্ত
রীতিনীতি অর্জিত/অর্পিত হয়	জন্মগত
সমাজসৃষ্ট ভূমিকা, দায়িত্ব, আচরণ	শারীরিক

(* জন্মগত ভাবে যে লিঙ্গ নিয়েই জন্ম গ্রহণ করি না কেন ব্যক্তির ইচ্ছায় তা পরিবর্তন করছে বিজ্ঞান)

প্রচলিত সাধারণ ও জনপ্রিয় বিশ্বাস অনুযায়ী নারী-পুর"ষের বৈশিষ্ট্য

নারী	পুর"ষ
লাজুক	সাহসী
সেবিকা	কর্মঠ
আবেগপ্রবণ	কঠিন
ধৈর্য্যশীল	উদ্যোগী
কোমল	শক্তিশালী
নমনীয়	আত্মবিশ্বাসী
নম্র	

নারী ও পুর"ষের যখন এইসব গুনাবলী না থাকে সেটার ভিত্তিতেও তাদের নেতিবাচকভাবে মূল্যায়ন করা হয়।

অধিবেশন- তিন

শিরোনাম : নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান এবং জেন্ডার ও নারী নির্যাতন

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে;
- জেন্ডার ও নারী নির্যাতন সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করতে পারবে
- নারীর ও পুরুষের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন

সময় : ২ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা:

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১	অবস্থা ও অবস্থান এবং জেন্ডার	দলীয় কাজ ও আলোচনা	ফ্লিপশিট, ভিপকার্ড মার্কার	৪৫ মিঃ
২	নারীর অবস্থা ও অবস্থান	ফ্লিপশিট লিখন, কার্ড প্রদর্শন, দৃশ্যমান উপস্থাপনা	ফ্লিপশিট, মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার	৩০ মিঃ
৩	নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ভূমিকা	ঝড়োভাবনা, ফ্লিপশিট লেখা, দৃশ্যমান উপস্থাপনা	ফ্লিপশিট, মাল্টিমিডিয়া, মার্কার	৩০ মিঃ

প্রক্রিয়া : অবস্থা ও অবস্থান, জেন্ডার ও নারী নির্যাতন

ধাপ ১ :

- সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য প্রেরণামূলক কিছু কথা বলুন (যেমন: এখানে অনেকে আছে যারা অনেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে, অনেকে আছে নতুন। আবার নতুন বিষয়ে উপস্থাপনার কারণে সাধারণ কিছু অসুবিধা হয়েছে পরবর্তীতে এই অসুবিধা আর থাকবে না। প্রশিক্ষণ মডিউল প্রদান করা হবে)
- এখনকার অধিবেশনের নাম বলুন এবং কি করব তা সম্পর্কে ধারণা দিন
- অবস্থা, অবস্থান, জেন্ডার এ তিনটি বিষয়ে আগে থেকে ভিন্ন রংএর ভিপ কার্ডে লিখে রাখুন
- অংশগ্রহণকারীদের তিন দলে ভাগ করুন
- প্রত্যেক দলে একটি বিষয় প্রদান করুন এবং বিষয় সম্পর্কে ভূমিকা দিন
- এরপর প্রত্যেক দলকে এ বিষয়ে বলতে কি বুঝে সকলে আলোচনা করে লিখতে বলুন
- দলীয় কাজের জন্য সময় দিন ১৫ মিনিট
- প্রত্যেক দলে পোষ্টার পেপার ও কলম সরবরাহ করুন। দলে আলোচনা করে প্রথমে খাতায় সংজ্ঞা লিখতে বলুন। সকলে আলোচনার মাধ্যমে একমত হলে পরে পোষ্টার পেপারে সংজ্ঞা লিখতে বলুন।

- সহায়ক ঘুরে ঘুরে সকল দলে দেখুন অংশগ্রহণকারীরা বিষয়টি বুঝতে পারলেন কি না বা কোন সমস্যা হচ্ছে কি না। প্রয়োজনে সহায়তা করুন
- সংজ্ঞায়িত করার সময় সহজ ভাষা ও উদাহরণ দিয়ে বুঝতে সহজ করতে বলুন
- দল থেকে একজনকে উপস্থাপনার জন্য নির্বাচন করতে বলুন
- প্রথমে অবস্থা এর সংজ্ঞা উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনার পর ব্যাখ্যা করুন, উদাহরণ দিন
- একই ভাবে অবস্থান, জেন্ডার এর সংজ্ঞা উপস্থাপন করার জন্য বলুন
- দলীয় উপস্থাপনার পর মাল্টিমিডিয়ায় বা পোষ্টারে তৈরী করা সংজ্ঞা **(সংযোজনীঃ ৩.১)** প্রদর্শন করুন। উদাহরণ দিন। অংশগ্রহণকারীদের প্রদত্ত সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে দেখান, কোন অসুবিধা থাকলে তা পরিস্কার করুন

ধাপ ২ : নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক পার্থক্য

- সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।
- বোর্ডে ২টি ফ্লিপশিট লাগান। অংশগ্রহণকারীদের ফ্লিপশিটের ১টিতে লিখতে বলুন, 'নারীর মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই। অন্যটিতে লিখতে বলুন, 'পুরুষের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট দেখতে পাই।
- নারী ও পুরুষর বৈশিষ্ট্য লেখার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো অংশগ্রহণকারীরা বিবেচনায় রাখবেন:
    - **আচার-আচরণ**
    - **কথা-বার্তা**
    - **মন-মানসিকতা**
    - **চলা-ফেরা**
    - **ব্যবহার**
    - **রীতি-নীতি**
    - **পোষাক-পরিচ্ছদ**
    - **সমস্যার ধরণ**
    - **শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি**
- সহায়ক প্রয়োজনে উপরোক্ত বিবেচ্যগুলো কার্ডের মাধ্যমে উপস্থাপন করে অংশগ্রহণকারীদের ফ্লিপশিটে নারী ও পুরুষের বৈশিষ্টগুলো লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন।
- অংশগ্রহণকারীদের ঘুরে ঘুরে ফ্লিপশিটে লেখার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- নির্দিষ্ট সময় পর বলুন, এই দুটি ফ্লিপশিটে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? নারী এবং পুরুষের বৈশিষ্টের মধ্যে পার্থক্য আছে কী?

অংশগ্রহণকারীদের উত্তর নিয়ে ফ্লিপশিটের মাধ্যমে নারী এবং পুরুষের মধ্যে যে পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট বিরাজমান সেগুলো তুলে ধরুন। ***(সংযোজনী-৩.২)***

ধাপ ৩ নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্যের কারণ: সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করুন, এই যে একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে যে সামাজিক বৈশিষ্ট্য তা কি জন্মগতভাবে সৃষ্ট নাকি সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট?
- অংশগ্রহণকারীদের উত্তর নিয়ে বলুন, নারী ও পুরুষের মধ্যে এই সামাজিক পার্থক্য সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট। একজন শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন পরিবার ও সমাজ তাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নারী বা পুরুষ হিসেবে বড় করে তোলে। এই বড় করার প্রক্রিয়াকে 'সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া' বলে।
- এই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জেন্ডার বৈষম্য তৈরি হয়। এবার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া জেন্ডার বৈষম্য **(সংযোজনী-৩.৩)** এর মাধ্যমে আলোচনা করুন।

সংযোজনী-৩.১

অবস্থা

অবস্থা মানুষের বস্তুগত চাহিদার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবস্থার উন্নতি মানেই হলো নারী-পুর"ষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন। তাই অবস্থা বলতে বুঝায় মানুষের বস্তুগত অবস্থা। যেমন: স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, আয়, উপার্যনের ক্ষমতা ইত্যাদি

অবস্থান

- অবস্থান শব্দটির ব্যবহৃত অর্থ হচ্ছে ব্যক্তির ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ, অধিকার, পছন্দ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত
- নারী বা পুর"ষের অবস্থান বলতে তাদের ক্ষমতা অর্জন ও তার ব্যবহার, স্বীয় পছন্দ অনুযায়ী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার যে অধিকার বা তা ব্যবহারের যে সুযোগ ও ক্ষমতা তাকে বুঝানো হয়
- নারী পুর"ষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলেও অবস্থানের পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে
- নারীর সামাজিক অবস্থার ফলে সমাজে তার আর্থিক পরিবর্তন ঘটলেও তার অবস্থানের পরিবর্তন ঘটেনা
- অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলেই নারীর উন্নয়ন সম্ভব

সমতা

সমতা বলতে সাধারণত সমঅবস্থাকে বুঝায়। সমতা হলো সংখ্যা, ওজন, পরিমাণ, অংশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সমান সমান ভাগ, পাওনা, দায়িত্ব, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি।

ন্যায্যতা

কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে বিষয়টি ও বিষয়টির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি,অবস্থা ,পরিস্থিতি বিশে- ষণ সাপেক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই হচ্ছে ন্যায্যতা। যেমন: শেয়াল ও বকের গল্পে আমরা দেখতে পাই দুজনেই দুজনকে আপ্যায়ন করছে কিন্তু উভয়ের খাবার পরিবেশন উভয়ের জন্য প্রযোজ্য নয়। শেয়ালকে লম্বা গলাযুক্ত কলসে এবং বককে সমতল থালায় খাবার দেয়ায় কেউই খেতে পারেনি।

সংযোজনী-৩.২

নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য

নারী	পুরুষ
▪ আবেগপ্রবণ, পরনির্ভরশীল, ক্ষমতাহীন, কোমল, দুর্বল, ধির-স্থির, কোন কথা গুছিয়ে বলতে পারে না, কান্নাকাটি করে, ভয় পায়, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে, কথা বলতে জড়তা প্রকাশ করে ইত্যাদি। ▪ সাধারণত- শারিরীক নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌতুক, পাচার, প্রতারণাসহ নানা নির্যাতনের শিকার (ভিকটিম) হয় নারীরা ।	▪ তুলনামূলক ভাবে সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হয়, অনেক ঘটনা বা কেসের নেতৃত্ব দেয়, নিজের অবস্থানে অটল, বিশ্বাসী, ক্ষমতা দেখায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী পক্ষের চাপ প্রদর্শন করে থাকে। ▪ পুর"ষেরা মারা-মারি, ছিনতাই, খুন-খারাবী, জমিদখল, অপহরণ, মাদকাসক্তি ইত্যাদির শিকার হয়।

সংযোজনী ৩.৩

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া ও জেন্ডার

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াঃ

- সমাজ থেকে আমরা যে আচার-আচরণ, নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি অর্জন করি তা এক এক সমাজে এক এক রকম। সুতরাং নারী ও পুর"ষের সামাজিক অবস্থার এই পার্থক্য সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট।
- একজন নারী ও পুর"ষ এই সামাজিক ভিন্নতা জন্মগ্রহণের পর থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অর্জন করে থাকেন। এই প্রক্রিয়াকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বলে। যেমন:
    - ছেলে শিশু হলে তাকে পরিবার স্বাগত জানায়, পক্ষান্তরে মেয়ে শিশু হলে তাকে বোঝা মনে করে।
    - খাদ্য বন্টনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছেলে শিশু ভালো ও পুষ্টিকর খাদ্য পরিমাণে বেশি পাচ্ছে যা মেয়ে শিশুর ভাগ্যে সাধারণত জোটে না।
    - ছেলে-মেয়েদের বয়স বারো-তেরো বছর পূর্ণ হলে-মেয়েটি খেলার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং হয়ে পড়ে গৃহবন্দী ও নজরবন্দী। অথচ সে সময় ছেলেরা সমবয়সী বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেয় বা ভ্রমণ করে, খেলাধূলা করে ফলে বিকশিত হয় তার মুক্ত চিন্তা।
    - ইদানিং দেখা যায় যে, রেডিও-টিভির বেশ কিছু বিজ্ঞাপনে নারী ও পুর"ষের ভূমিকা এবং কাজকে আলাদা করে দিচ্ছে। যেমন- গুড়া মসলার বিজ্ঞাপনে দেখা যায় যে, বাচ্চাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা- কার মা ভালো রান্না জানে অথবা মা ছেলেকে বিয়ে করার জন্য প্রত্যাশা রেখে বলছেন, "এবার একজন ভালো রাধুঁনী নিয়ে আয়"।

  এভাবেই নারী ও পুরুষের মধ্যে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এই বৈষম্য ঘটে- ভাইয়ের সাথে বোনের, স্ত্রীর সাথে স্বামীর, ছেলের সাথে মেয়ের, বাবার সাথে মায়ের।

জেন্ডারঃ

নারী ও পুর"ষের এই সামাজিক ব্যবস্থা বা ভিন্নতা বা আচরণ যা একজন নারী ও পুর"ষের অবস্থানে সামাজিক পার্থক্য বা বৈষম্যের সৃষ্টি করে তা 'জেন্ডার' নামে পরিচিত

নারী ও পুরুষের এই জেন্ডার বৈষম্য

- সামাজিকভাবে তৈরি
- পরিবার, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে গৃহীত
- সমাজ ও স্থান ভেদে ভিন্ন
- অবশ্যই পরিবর্তনশীল

অধিবেশন- চার

শিরোনাম: পাহাড়ী এলাকার প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বিশে- ষণ

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- নারী অধিকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পাহাড়ী এলাকার প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সম্পর্কে অবগত হবে এবং নিজ কার্যক্রমের সাথে সম্পর্ক বিশে- ষণ করতে পারবে
- পাহাড়ী এলাকার প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ প্রয়োগ বা ব্যবহার ও বিশে- ষণ করতে পারবেন

সময় : ২ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনা:

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১	নারীর অধিকার	দলীয় কাজ, আলোচনা ও দৃশ্যমান উপস্থাপনা	কার্ড, কলম, ফ্লিপশিট মাল্টিমিডিয়া	৩০ মিনিট
২	পাহাড়ী এলাকার প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বিশে- ষণ	দলীয় কাজ, আলোচনা ও দৃশ্যমান উপস্থাপনা	কলম, ফ্লিপশিট মাল্টিমিডিয়া	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

প্রক্রিয়া :নারীর অধিকার

ধাপ- ১

- সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দিনের সূচনা করুন
- আজকের অধিবেশনের বিষয় সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন
- অংশগ্রহণকারীরেকে চার দলে ভাগ করার জন্য অ, ই, ঈ, উ নামের প্রথম অক্ষর ধরে এক এক করে লাইনে দাঁড় করান।
- যতজন উপস্থিত আছে সকলকে সমান ভাগ করে দল ভাগ করুন। প্রথম থেকে ভাগ ফল অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের আলাদা করুন
- দল ভাগ করার পর দল অনুযায়ী আলাদা টেবিলে বসতে বলুন
- বক্স এর কপি সকলের জন্য একটি করে বিতরণ করুন **(সংযোজনীঃ ৪.১)**
- প্রতিটি দলকে বক্স থেকে দুইটি শব্দ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করে দিন। দুইটি শব্দ তারা নিজেদের ইচ্ছায়ও নিতে পারে, তাতে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন ভাবেই যেন একই শব্দ দুই দলে না যায় (নারী উন্নয়ন নীতি, স্বেচ্ছা সম্মতি, মর্যাদা , সিডও, গর্ভপাত, যৌন ও প্রজনন অধিকার এ ভাবে নির্বাচন করুন)
- প্রত্যেক দল নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে প্রদত্ত শব্দ দুইটি সম্পর্কে আলাদা আলাদা ভাবে কি বুঝায় বা কি জানি বা কি অর্থ তা খাতায় লিখতে বলুন

- দলের সবাই একমত হলে ভিপ কার্ডে লিখতে বলুন
- আলোচনা ও লিখার জন্য ১০ মিনিট সময় দিন
- ঘুরে দেখুন অংশগ্রহণকারীরা বিষয়টি বুঝতে পারছে কিনা, প্রয়োজনে সহায়তা করুন
- আলোচনার সময় শেষে প্রত্যেক টেবিল থেকে জানুন। তাদেরকে দেওয়া শব্দগুলো দিয়ে তারা কি বুঝেছে। শব্দটির অর্থ বা পরিভাষা নিয়ে তাদের দলের মধ্যে কোন প্রকার মতভেদ আছে কি না? প্রথমে একটি শব্দ নিয়ে আলোচনা করুন। শব্দটি প্রথমে যে দলে প্রদান করেছেন সে দল থেকে মতামত নিন। প্রথমে ঐ দল থেকে একজনকে বলতে বলুন। ঐ দলের অন্য কারো কোন মতামত আছে কিনা তা জানুন।
- তাদের লেখা ভিপ কার্ডগুলো সাজান। ঐ শব্দদ্বারা অন্য দলের সদস্যরা কি বুঝেন তা ২/৩ জনের নিকট জানুন। অন্যান্য দলের থেকে বলা শব্দগুলো ভিপকার্ডে বা ফ্লিপশিটে লিখুন। প্রত্যেকের শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। যার শব্দটি অপেক্ষাকৃত যথোপযুক্ত মনে হয় তার ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐ শব্দ বিশে- ষণ শেষ করুন।
- প্রথমে একটি দলের দুইটি শব্দের বিশে- ষণ পাশাপাশি প্রদর্শন করুন
- এ ভাবে প্রতিটি দলকে প্রদত্ত সকল শব্দ নিয়ে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আলোচনা করুন। কোন বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে অংশগ্রহণকারীদের মতামতের সাথে নিজের মতামত মিলিয়ে দিন
- শব্দগুলো নিয়ে আলোচনা শেষে শব্দগুলো থেকে প্রাপ্ত অর্থ বা মূল বার্তার সাথে নারীর অধিকার বা নারীর স্বার্থের ও আপনার পেশাগত দায়িত্বের সাথে সম্পর্ক রেখে আলোচনার যোগসূত্র তৈরী করুন। যেমন: গর্ভপাত কখন অপরাধ, কখন আইনসম্মত, কখন চিকিৎসা, কখন অধিকার তা বিস্তারিত আলোচনা করুন। বিষয়টি আলোচিত না হলে তা বলে দিন। নারী অধিকারের সাথে সম্পর্ক রেখে অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে আলোচনা শেষ করুন

ধাপ ২ : পাহাড়ী এলাকার প্রেক্ষাপটে নারী ও শিশু সুরক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বিশে- ষণ

- সবাইকে আবার অধিবেশনে আহবান করুন
- এখন যে অধিবেশন উপস্থাপিত হবে তা সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা প্রদান করুন
- দলীয় কাজ করার জন্য অংশগ্রহণকারীদের চার বা পাঁচ ভাগে ভাগ করুন
- নিম্ন লিখিত ছয়টি বিষয় (প্রয়োজনে বিষয় আরো বাড়াতে পারেন) থেকে তাদের পছন্দমত বিষয় বেছে নিতে বলুন
- দলীয় কাজের বিষয়
    - * সংবিধান
    - * শান্তিচুক্তি
    - * নারী বান্ধব হাসপাতাল কর্মসূচী
    - * বেইজিং + ১৫
    - * নারী উন্নয়ন নীতি
    - * ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা
    - * সিডও
    - * সি আর সি
- নিম্ন লিখিত দুইটি প্রশ্নের আলোকে দলীয় কাজের বিষয়গুলোকে বিশে- ষণ করুন

    ১) নারী ও শিশুর স্বার্থ বা সুরক্ষায় কোথায় কি ধরনের ব্যবস্থা,উদ্যোগ, কার্যক্রম আছে

    ২) প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগসমূহ চিহ্নিত করুন

- যে দল যে বিষয় পছন্দ করেছে সে দলের পার্শ্বে বিষয়ের নাম লিখে রাখুন
- দলীয় কাজ করার জন্য ৬০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন, প্রয়োজনীয় ফ্লিপশীট সরবরাহ করুন

- মূল প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করতে বলুন। প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করার পর গুর"ত্বের দিক থেকে ১, ২, ৩.. .. .. এভাবে সাজাতে হবে। কেন বেশী গুর"ত্ব দিচ্ছেন তা যুক্তি দিয়ে বুঝতে হবে
- দলীয় কাজ করার সময় সকলকে ঘুরে ঘুরে দেখুন বিষয়টি বুঝতে কারো অসুবিধা হলে সহায়তা কর"ন
- উপস্থাপনার জন্য প্রতিটি দল থেকে একজনকে নির্বাচিত করার জন্য বলুন এবং উপস্থাপনার জন্য আহবান জানান
- উপস্থাপনার সময় প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ এ দুইটি বিষয়কে সামনে রেখে দলীয় কাজকে বিশে- ষণ কর"ন
- কারো কোন প্রশ্ন সংযুক্তি থাকলে জানুন এবং অধিবেশনের সার সংক্ষেপ কর"ন
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ কর"ন

সংযোজনী-৪.১

এই ছকটি একটি ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই এর মাধ্যম। স্থান, পরিবেশ এবং অংশগ্রহনকারী বিবেচনায় প্রশিক্ষক এই ছক সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারেন।

নারী উন্নয়ন নীতি	সমতা	যৌন নির্যাতন
স্বেচ্ছাসম্মতি	মর্যাদা	সিডও
সম্মান	যৌনতা	যৌন ও প্রজনন অধিকার
বৈষম্যহীনতা	মানবাধিকার	শান্তি চুক্তি
শিশু অধিকার সনদ	সংবিধান	গর্ভপাত

সংযোজনী ৪.২

বক্সে প্রদত্ত শব্দগুলোর কয়েকটি সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণণা দেয়া হল :

সংবিধান :

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সবধরনের লিখিত বিধিবিধানের সংকলন হচ্ছে সংবিধান বা বাংলাদেশ সংবিধান। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সংবিধান রচিত হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে সরকার কর্তৃক গৃহীত দায়বদ্ধতা, অঙ্গীকার, মূলনীতিসমূহ সম্পর্কে ৬.৩ নং সংযোজনীতে বর্নিত আছে।

নারী উন্নয়ন নীতি :

নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহ নারীর পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে সকল অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সমস্ত কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয় তাকে নারী উন্নয়ন নীতি বলে। সাধারণতঃ এই নীতি একটি অঙ্গীকার তবে এটি আইন নয়, যা কেবিনেট থেকে অনুমোদিত হয়।

শিশু অধিকার সনদ :

বিশ্বব্যাপী সব ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি শিশুর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশসহ বেঁচে থাকার জন্য সব ধরণের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৫৫ টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক দলিল বা আইন। বাংলাদেশ এই আইনের একটি অনুস্বাক্ষরকারী শরিক রাষ্ট্র। প্রতি চার বছর পর পর প্রত্যেক শরিক বাষ্ট্র এই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন জাতিসংঘে প্রদান করতে বাধ্য।

শান্তি চুক্তি :

১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে পার্বত্য চট্রগ্রামের অধিবাসীদের পক্ষে পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্বাক্ষরিত চুক্তি। শান্তি স্থাপনের শর্তের পাশাপাশি চুক্তিতে পার্বত্য চট্রগ্রামের অধিবাসীদের ভূমি, সংস্কৃতি, ভাষা আর ধর্মের অধিকারের স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে উলে- খ করা হয়েছে। চুক্তিতে পার্বত্য চট্রগ্রামের জন্য স্থানীয় প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো শক্তিশালী করার পাশাপাশি জরুরি কিছু সংশি- ষ্ট ইস্যুর (যেমন: ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় পুলিশ, পরিবেশ ও উন্নয়ন ইত্যাদি) উপরও আলোকপাত করা হয়েছে।

মানবাধিকার :

শুধুমাত্র মানুষ হিসেবে জন্ম নেয়ার কারণে প্রত্যেক মানুষের যে সমস্ত অধিকার ভোগ করা প্রাপ্য ,তাই মানবাধিকার। ১৯০০ সালের প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পরই মানবাধিকার ধারণা বা শব্দের প্রবর্তন হয়। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণাপত্র একটি আন্তর্জাতিক দলিল হিসেবে সারা বিশ্বে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়ণের জন্য গৃহীত হয়।

সিডও :

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত একটি আন্তর্জাতিক দলিল। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীকে সম অধিকার ও সম মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এই সনদ গৃহীত হয়। অনুচ্ছেদ ২ এবং ১৬.১(গ) এর উপর সংরক্ষণ রেখে বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে এই দলিল বা সনদে অনুস্বাক্ষর করে। প্রতি চার বছর পর পর প্রত্যেক শরিক বাষ্ট্র এই সনদ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন জাতিসংঘে প্রদান করতে বাধ্য।

অধিবেশন- পাঁচ

শিরোনাম : নারীর প্রতি সহিংসতা ও এর ধরণ ও কারণ সুনির্দিষ্টকরণ

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- নারীর প্রতি সহিংসতা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা লাভ করবে
- নারী নির্যাতনের ধরণ ও কারণ বিশে- ষণ করতে পারবে
- নারী নির্যাতনের স্থানীয় ধরণ ও কারণ সম্পর্কে স্বচ্ছতা বাড়বে

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিকল্পনাঃ

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
০১.	নারীর প্রতি সহিংসতা	ছোট দলে আলোচনা ও বড় দলে উপস্থাপন	মার্কার, ফ্লিপশিট	৩০ মিনিট
০২.	নারী নির্যাতনের ধরণ ও কারণ	উপস্থাপন	মার্কার, কার্ড ও মাল্টিমিডিয়া	১ ঘন্টা

প্রক্রিয়া : নারীর প্রতি সহিংসতা ও এর ধরণ ও কারণ

- অংশগ্রহণকারীদেরকে বলুন, নারী ও পুর"ষের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের কারণে একজন নারী বিভিন্নভাবে নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার হন।
- এবার প্রশ্ন কর"ন, "নারীর প্রতি সহিংসতা" শব্দটি শুনলে আমাদের কী কী মনে হয়?
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত ফ্লিপশিটে লিখুন এবং নারী নির্যাতন/নারীর প্রতি সহিংসতার উপর একটি স্টেটমেন্ট বা সংজ্ঞা তৈরি করুন।
- এবার নারী নির্যাতনের বা নারীর প্রতি সহিংসতার উপর ধারণা দিন এবং নির্যাতনের/সহিংসতার ধরণগুলো নিয়ে আলোচনা কর"ন। (সংযোজনী-৫.১)
- এরপর নারী নির্যাতনের ধরণ ও কারণ ও নারীর জীবনে সহিংসতার প্রভাব এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা কর"ন (সংযোজনী-৫.২)

- এখন একটি দলীয় কাজ করার আহবান জানান। অংশগ্রহণকারীদেরকে ৪ ভাগে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে একটি নম্বর বা নাম দিয়ে দিন। এবার গল্পের (সংযোজনী-৫.৩ কেসস্টাডি) কাগজগুলো প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীদেরকে প্রদান কর"ন।
- টেবিল এর নম্বর অথবা নাম অনুসারে গল্পগুলো ভাগ কর"ন প্রথম দল এক নম্বর গল্প, দ্বিতীয় দল দুই নম্বর গল্প, তৃতীয় দল তিন নম্বর গল্প এবং চতুর্থ দল চার নম্বর গল্প পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নের আলোকে বিশে- ষন করতে বলুন

প্রশ্ন ২টি

১) এর তাৎক্ষনিক কারণ কি কি উত্তোরণের উপায় কি

২) এর অন্তর্নিহিত কারণ কি কি উত্তোরণের উপায় কি

- প্রত্যেক দলকে দুইটি করে পোষ্টার দিন। পোষ্টারকে দুই ভাগে ভাগ করতে বলুন। প্রশ্নের আলোকে একটি কাগজের বাম পাশে এর তাৎক্ষনিক কারণ কি তা লিখতে বলুন এবং ডান পাশে উত্তোরণের উপায় লিখতে বলুন। অন্য কাগজে একইভাবে এর অন্তর্নিহিত কারণ ও উত্তোরণের উপায় লিখতে বলুন
- প্রথমে খাতায় নোট করতে বলুন, তারপর প্রদত্ত কাগজে সুন্দর করে লিখতে বলুন
- মনে রাখতে বলুন যতগুলো কারণ লিখব ততগুলো উত্তোরণের উপায় লেখার চেষ্টা করা
- গল্প পড়া ও দলীয় কাজের জন্য ৩০ মিনিট সময় দিন
- দলীয় কাজের সময় সহায়ক ঘুরে ঘুরে দেখুন অংশগ্রহণকারীরা বিষয়টি বুঝতে পারছে কি না। না বুঝতে পারলে সহায়তা করুন
- দলীয় কাজ শেষে দল থেকে উপস্থাপক ঠিক করতে বলুন
- দলীয় কাজের সময় শেষে উপস্থাপনার জন্য আহবান জানান। প্রথমে যে দল দলীয় কাজ শেষ করেছে তাদেরকে আগে উপস্থাপন করার জন্য বলুন
- উপস্থাপনার সময় প্রথমে গল্পটি পড়ে শোনাতে বলুন তার পর এর তাৎক্ষনিক কারণ ও উত্তোরনের উপায় এবং পরবর্তীতে এর অন্তর্নিহিত কারণ ও উত্তোরণের উপায় উপস্থাপন করতে বলুন
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপনার সময় তাদের লেখা তাৎক্ষনিক কারণ ও অন্তর্নিহীত কারণ অংশগ্রহণকারীদের মাঝে যাচাই করে নেওয়া। উপস্থাপনায় কোন দল তাৎক্ষনিক ও অন্তর্নিহিত কারণ উল্টা-পাল্টা করলে সহায়ক তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেবেন

- আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন
- এ বিষয়ে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।
- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করুন।

সংযোজনী-৫.১
নারীর প্রতি সহিংসতা কী?

"নারীর স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা এবং তার স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করার লক্ষ্যে পারিবারিক, সামাজিক অনুশাসন, আইনগত বিধান এবং বিধিনিষেধ দ্বারা আরোপিত ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র নারী হিসেবে জন্মগ্রহণের কারণে নারী যেভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, আক্রমন, হুমকি ও আঘাতের শিকার হয়, তাই-ই নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন।

- নারী নির্যাতন বা নারীর প্রতি সহিংসতা কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণী, গোষ্ঠী- কেন্দ্রিক নয় বরং শ্রেণী, অঞ্চল, বয়স, জাতি নির্বিশেষে এই নারী নির্যাতন বা নারীর প্রতি সহিংসতা হতে পারে।
- এদেশে বেশির ভাগ নারীরা নির্যাতনের বা সহিংসতার শিকার হয় পরিবারে। কিন্তু পরিবারের বাইরের নির্যাতন সম্পর্কে যতটা আমারা জানতে পারি, পরিবারের ভিতরে সংঘটিত নির্যাতন বা সহিংসতা বেশির ভাগই অন্তরালেই থাকে। ফলে সমাজের মানুষ যেমন এটি প্রতিরোধে এগিয়ে আসে না তেমনি আইনি সহায়তার তেমন সুযোগ নাই।
- নারীর প্রতি সহিংসতা দেশ-কাল, জাতি কিংবা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে যেকোন নারীর জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব নারীর শারীরিক, মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ যেমন ব্যাহত হয় ঠিক তেমনি নারীর সুপ্ত সম্ভাবনাগুলো বিকশিত হতে পারে না।

নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের ধরণ

- মারধর ,আঘাত ও যে কোন শারীরিক নির্যাতন
- ধর্ষণ/গণধর্ষণ
- ধর্ষণের চেষ্টা
- এসিড আক্রমণ
- বাল্যবিবাহ
- স্ত্রীর কাছে গোপন রেখে পূণরায় দ্বিতীয় বিয়ে
- হত্যা
- পাচার ও অপহরণ
- প্রতারণামূলক বিয়ে বা যৌন সম্পর্ক স্থাপন
- নির্যাতন ও তালাক বা পরিত্যাগ
- আত্মহত্যায় প্ররোচনা বা বাধ্য করা
- যৌন হয়রানি
- ফতোয়া
- জোরপূর্বক যৌন ব্যবসায় বাধ্য করা
- গালমন্দ করা
- অপমান করা
- বিরক্ত করা
- উত্যক্তকরণ
- ভরণপোষণ না দেয়া
- বিভিন্ন ধরনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা
- যৌতুক দাবী করা
- মানসিক অশান্তি বা অস্থিরতা
- স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন

সহিংসতা

কেউ নিজের স্বার্থে কারো ওপর কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তার ক্ষমতা বা সামর্থের জোরপূর্বক অপপ্রয়োগ করে তা-ই সহিংসতা।

নারীর প্রতি সহিংসতাঃ

সরলভাবে বলা যায় ব্যক্তি, সমাজ ও পরিবার দ্বারা কোন নারী যদি কোন প্রকারের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক যৌন ও অর্থনৈতিক নিপীড়নমূলক বা আঘাত জনিত আচরণের শিকার হয় তাহলে তা হবে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ

পারিবারিক সহিংসতা

পরিবাবারিক সম্পর্কেও মধ্যে একসাথে বসবাসরত বা ভিন্ন বাড়ীতে বসবাসরত একজন ব্যক্তি একজন নারী বা মেয়ে শিশুর সাথে যদি কোন প্রকারের শারীরিক, মানসিক, যৌন, অর্থনৈতিক নিপীড়নমূলক আচরণ করে তাই পারিবারিক নির্যাতন বা পারিবারিক সহিংসতা। পারিবারিক সহিংসতা সাধারণত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ যদি স্বামী বা তার পরিবারের অন্য কোন সদস্য প্রতক্ষ্য বা পরোক্ষভাবে স্ত্রীর ওপর নিপীড়ন বা নির্যাতন করে তবে তা হবে পারিবারিক সহিংসতা

নারীর অবস্থা (Situation/ Condition):

নারীর অবস্থা বলতে, ব্যক্তি হিসাবে পরিবার, সামাজ ও রাষ্ট্রে নারীর (শারীরিক ও অর্থনৈতিক) পরিস্থিতি বা পরিবেশকে বোঝায়।

নারীর অবস্থান (Status/Positioin) :

এটি অধিকার, মর্যাদা ও ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত, নারী যখন তার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে সম-অধিকারসম্পন্ন নাগরিক ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত।

নারী নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বা স্থানে সহিংসতার শিকার হয়

১. পরিবারে
২. সমাজে
৩. কর্মক্ষেত্রে
৪. শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে
৫. উন্মুক্ত স্থানে

শারীরিক সহিংসতা

মারধর, হাত-পা-মুখ বেঁধে রাখা, খেতে না দেয়া, এসিড নিক্ষেপ, গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া, ফাঁসিতে ঝোলানো, ধর্ষণ, কুপ্রস্তাব, জোরপূর্বক স্পর্শ, স্পর্শকাতর ও গোপনাঙ্গ স্পর্শ, আপত্তিজনক আচরণ, জোরপূর্বক যৌন ব্যবসায় বাধ্য করা, প্রতারণামূলক বিয়ে, প্রতারণাকরে যৌন সম্পর্ক স্থাপন, খুন করা, ইত্যাদি।

পীড়ন, শোষণ ও নির্যাতন

শারিরীকভাবে পীড়ন: এটি স্বজ্ঞানে বা ইচ্ছাকৃত সংগঠিত একটি সহিংস আচরণ, কোন দূর্ঘটনাজনিত ঘটনা নয় এবং এই আচরণের ফলাফল হচ্ছে নারী, শিশু ও যুব বা তরুণ এর উপর একটি শারিরীক আঘাত।

যৌন পীড়ন: নারী, যুব বা তর"ণ ও শিশু সাথে কোন স্থানে যেমন আবাসস্থলে বা বাড়ীতে, দপ্তরে বা অন্য কোনস্থানে এরূপ কোন আচরণ যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অথবা আকার ইঙ্গিতে সংগঠিত হতে পারে। এ আচরণ কোন বয়স্ক, কিশোর বা কিশোরী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি দ্বারাও সংগঠিত হতে পারে।

যৌন নির্যাতন:

(ক) এমন একটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আচরণ যা নারী, শিশু ও যুব বা তর"ণটির নিকট অপ্রত্যাশিত, প্রকাশ অযোগ্য, অগ্রহণযোগ্য, অযৌক্তিক এবং অন্যায় ;

ক.১. যা মর্যাদাহানিকর;

ক.২. যার মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করার সুযোগের উপস্থিতি বা পরিস্থিতি বিদ্যমান।

(খ) অনাকাঙ্খিত যৌন আচরণ যা এমন হতে পারে;

খ.১. দৃশ্যমান : পোষ্টার, অংকন, অশোভন, যৌনতার প্রকাশ, ইলেকট্রনিক চিঠি/মেইল, সঙ্গোপনে গোপনাঙ্গ দেখা বা দেখার চেষ্টা;

খ.২ মৌখিক : অশোভন অন্যায় ভাষা, অশী- ল মন্তব্য, যৌন বিরক্তিকর ফোন, চিঠিপত্র, রটনা, দূর্নাম ইত্যাদি ;

খ.৩ শারিরীক : ধাক্কা দেয়া, ছোয়া, চাপ প্রয়োগ, চুম্বন ও মন্থন ।

(গ) অনাকাঙ্খিত যৌন আচরণ:

গ.১ যৌন কর্মে সম্পৃক্ত হতে অন্যায়ভাবে অনুরোধ বা জোর করা

গ.২ এমন আচরণ যা নারী, শিশু ও যুব/ তর"ণদের জন্য আতঙ্ক তৈরী ও অপমানজনক কর্ম পরিবেশের সৃষ্টি করে

মানসিক নির্যাতন :
নারী, শিশু ও যুব বা তর"ণদের প্রতি এমন কোন ইচ্ছাকৃত আচরণ যার মাধ্যমে অবহেলা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হেয় প্রতিপন্ন করা ,স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদির মাধ্যমে নারী, শিশু ও যুব বা তর"ণদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা চেতনায় আঘাত হানে।

মনো-সামাজিক সহিংসতা
উত্যক্তকরণ, গর্ভধারণে বাধ্য করা, পুত্র সন্তানের জন্য গর্ভধারণে বাধ্য করা বা কন্যা সন্তানের কারণে নির্যাতন করা, জন্ম নিরোধ ব্যবহার করতে না দেওয়া, অস্বাস্থ্যকর ও মৃত্যু ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভপাত করতে বাধ্য করা, গর্ভাবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য করা, প্রয়োজনের তুলনায় কম খাবার দেওয়া এবং পুষ্টিকর খাবার না দেওয়া , চিকিৎসার সুযোগ না দেওয়া, বন্ধু/পরিবারের অন্যদের সাথে যোগাযোগ করতে না দেয়া, ভীতিকর অঙ্গভঙ্গি, অশালীন ইঙ্গিত, সন্তানের ওপর অত্যাচার, তালাক, যৌতুকের জন্য চাপ ইত্যাদি।

প্রচলিত ট্যাবু/ ইস্যু, সামাজিক সহিংসতা
জনসমক্ষে অশালীন আচরণ বা মন্তব্য, একঘরে বা বিচ্ছিন্নতা, ফতোয়া, গ্রাম্য সালিশে শাস্তি, যৌতকু বা তালাক বা পরবর্তী বিয়ের চাপ, বিরোধের শিকার, সমাজের অন্য লোকের সাথে যোগাযোগ করতে নিষিদ্ধ করে দেয়া, ১৮ বছরের আগেই মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেয়া, ইচ্ছার বির"দ্ধে জোড়পূর্বক বিবাহ দেয়া, স্কুল, কলেজে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া।

অর্থনৈতিক সহিংসতা
নারী বলে সুযোগের বঞ্চনা, কম মজুরী, দীর্ঘ কর্মকাল, দারিদ্রের সুযোগ নেয়া, দক্ষতা বা ক্ষমতার স্বীকৃতিতে ঘাটতি, অর্থ বা সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, অর্থ ব্যবহারের স্বাধীনতা না দেয়া।

সংযোজনী-৫.২
নারীর জীবনে সহিংসতার প্রভাব
কোন নারীর জীবনে যদি নির্যাতনের ঘটনা ঘটে তাহলে সে নিজে, তার পরিবার ও সমাজ যে ধরণের সমস্যা বা ক্ষতির সম্মুখীন এবং নারীর উপর যে প্রভাবগুলো দেখে থাকি সেগুলি হচ্ছে-

আচরণগত প্রভাব
- নিজেকে দোষী মনে করে
- ছোট ছোট ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে
- দৈনন্দিন কাজের গতি হারিয়ে ফেলে
- পারিবারিক কাজে মনোযোগ হারায়
- হতাশাগ্রস্থ হয় ও সহজেই বিরক্ত হয়

সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব
- অন্যদের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা হারিয়ে ফেলে
- সবাইকে একই রকম মনে করে
- পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে
- একাকীত্বে ভোগে বিধায় সকল সম্পর্ক থেকে দুরে থাকে

পারিবারিক জীবনে প্রভাবঃ

- অস্তিত্ব সংকটে ভোগে
- নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে
- অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়
- মৌলিক চাহিদা পূরণে অসমর্থ হয়
- পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার কোন অংশগ্রহণ ও ভূমিকা থাকে না

মনো-সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবঃ

- চলাচলের স্বাধীনতা মতামত প্রকাশের সুযোগ হারায়/পায় না
- মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য শুনতে হয়
- উপার্জন করতে অক্ষম হয়ে যায়
- অর্থনৈতিকভাবে অসহায় বোধ করে

শিশুর উপর বিশেষ প্রভাব

- শিশুরা স্বাভাবিক আনন্দ ,খেলাধুলা করা থেকে বিরত থাকে
- ভালো-মন্দ যাচাই করতে পারে না
- নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে
- ক্রুদ্ধ আচরণ করে
- নিজের অপরাধ অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়
- শারীরিক ও মানসিক স্বাভাবিক বিকাশ ও বেড়ে ওঠা ব্যহত হয়
- অপরাধপ্রবন হয়ে ওঠে

সংযোজনী - ৫.৩

ঘটনা বিশে- ষণ

ঘটনা-১

মালেক তার স্ত্রী হাসিনা ও তিন ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেছেন। হাসিনা খুব ভাল সেলাইয়ের কাজ জানে এবং তিনি দর্জির দোকান দেবার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নেবার জন্য ব্যাংকে আবেদন করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ হাসিনাকে জামানত হিসাবে জমির দলিল জমা রেখে ঋণ নেবার বিধান সম্পর্কে জানায়। কিন্তু হাসিনার নিজ নামে কোন জমি না থাকায় সে ব্যাংক ঋণ নিতে ব্যর্থ হয়।

ঘটনা-২

কাকলি ত্রিপুরা (ছদ্মনাম) ছোট দুই সন্তান নিয়ে মাটিরাঙ্গায় বসবাস করে। গত বছর একটি বেসরকারী সংস্থা থেকে ১০ হাজার ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে কিন্তু ঋণের সিংহভাগ পরিবারের ব্যয়ভার বহনেই খরচ হয়ে যায়। বাকি টাকা দিয়ে দুইটি শুকর ছানা কিনলেও পরে সেগুলো রোগে ভুগে মারা যায়। স্বামী প্রায়ই মদ খেয়ে ঘরে পড়ে থাকে কোন আয় রোজগার করেনা। এদিকে প্রতি সপ্তাহে ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হয়। সংসারে আয় রোজগার বলতে সেই ঘরে মদ তৈরী ও বিক্রি করা। একদিকে পুলিশের হয়রানী অন্যদিকে ঘরে মদতিদের দ্বারা প্রায়শই তাকে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। অবশেষে সব

যন্ত্রণার অবসান ঘটানোর জন্য কাকলী অবুঝ দুই সন্তানকে বিষ খাওয়ানোর পরে নিজেও বিষ পান করে আত্মহত্যা করে।

ঘটনা-৩

দীপা জিপিএ ৫ পেয়ে এসএসসি পাশ করেছে। বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দুরে কলেজে ভর্তি হবার জন্য সে উদগ্রীব। মা-বাবা চায় না সে আর পড়াশুনা কর"ক। কারণ গ্রামের বেশীর ভাগ জমিতে পাট, ভূট্টা চাষ হয়। রাস্তা অন্ধকার থাকে। তিন মাস পর তার বাবা-মা পাশের গ্রামের সরকারী চাকুরীজীবি এম.এ পাশ ছেলের সাথে ৩ লক্ষ টাকা যৌতুক দিয়ে বিয়ে দেয়।

ঘটনা-৪

দিঘীনালা উপজেলাধীন দিঘীপাড় (বানছড়া মুখ) গ্রামের একটি মেয়ের নাম মিনা। মিনারা হচ্ছে চার বোন এক ভাই। মিনার বাবা একজন গরীব চাষী। তারা সামান্য ধানের জমিতে চাষ করে কোন রকমে দিনাতিপাত করে। মিনাও অন্য দশ জন মেয়ের মতো পরিপূর্ণ সুস্থভাবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম বিধানে তিন বৎসর বয়সে মিনার সামান্য জ্বর হয় আর সেই জ্বরই মিনার জন্য কাল হয়ে দাড়ায় সে শারিরীক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। মিনা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়েছে অবশ্য সেখানে সে এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়। থেমে না গিয়ে সে আবার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়ালেখা চালিয়ে যায়। বর্তমানে মিনা ১ম সেমিস্টারে পাশ করে ২য় সেমিস্টারে অধ্যয়নরত। মিনার ভাইয়ের ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে মিনার মা, ভাই, বোন খাগড়াছড়িতে বিয়ের বাজার করার জন্য চলে যায়। অন্যদিকে বাড়ীর কিছু দূরে জমি দেখাশুনার জন্য মিনার বাবা আনুমানিক ৩ টার দিকে বাড়ী থেকে বের হন। মিনা তখন বাড়ীতে একা ছিল, এই সুযোগে একজন লোক মোটর সাইকেল করে মিনাদের বাড়ীতে ঢুকে নিজেকে একজন বেসরকারী সংগঠনের মাঠ কর্মী হিসেবে পরিচয় দেয়, এবং মিনার কাছ থেকে পান করার জন্য পানি চায়। মিনা সরলমনে ঐ ব্যক্তিকে পানি দেয় কিন্তু পানি পান করার পর সেই ব্যক্তি মিনাকে জোর করে ধর্ষণ করে।

প্রশ্ন: ২টি

- এর তাৎক্ষনিক (Immidiate) কারণ ও উত্তরণের উপায় কি কি?
- এর অন্তর্নিহিত (Root Cause) কারণ ও উত্তরণের উপায় কি কি?

অধিবেশন-ছয়

শিরোনাম: নারী নির্যাতন মোকাবেলায় (প্রতিরোধ ও প্রতিকার) কার্যক্রম (সামগ্রিক)

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- নারী নির্যাতন মোকাবেলায় প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চিহ্নিত করতে পারবেন ;
- সরকারি ও বেসরকারি স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবস্থা ও সুযোগ সম্পর্কে ধারণাগত স্বচ্ছতা বাড়বে ও সেবা গ্রহনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিকল্পনা:

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি / কৌশল	উপকরণ	সময়
১	নারী নির্যাতন মোকাবেলায় প্রচলিত ব্যবস্থা চিহ্নিত করণ	কার্ড লিখন ও উপস্থাপন	কার্ড ও মার্কার	৩০ মিনিট
২	সরকারি ও বেসরকারিভাবে সেবা ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায় ও সেবা কার্যক্রম	মিলমিল খেলা ও দৃশ্যমান উপস্থাপন	মার্কার, কার্ড ও মাল্টিমিডিয়া	৬০ মিনিট

প্রক্রিয়া

ধাপ-০১:

নারী নির্যাতন মোকাবেলায় প্রচলিত ব্যবস্থা চিহ্নিত

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান এবং এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
- এখন আমরা নারী নির্যাতন মোকাবেলায় প্রচলিত ব্যবস্থা চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো।
- এবার ৩ জন করে একটি দল তৈরি করুন এবং প্রতি দলে ২টি করে ৫/১০ কার্ড দিন
- অংশগ্রহণকারীদেরকে "নির্যাতনের শিকার নারীর কী ধরণের সহায়তা প্রয়োজন" সে বিষয়ে দুটি পয়েন্ট (একটি কার্ডে একটি) লিখতে বলুন।
- এবার কার্ডগুলোকে সংগ্রহ করে সাফল করুন এবং কার্ডের বিষয়গুলি পড়ে বোর্ডে লাগান।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে আলোচনাটির সার-সংক্ষেপ করুন। (সংযোজনী-৬.১)
- কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

ধাপ-০২:

সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ের স্থানীয় বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলুন, এই অধিবেশনে আমরা সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে কী কী সেবা পাওয়া যায় তা আলোচনা করবো
- যখন কোন নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয় তখন আমরা তাদের যথাযথ পরামর্শ দেব
- এবার অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চান সরকারি এবং বেসরকারী পর্যায়ে কোথায় কোথায় সেবা পাওয়া যায়?
- অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলো পয়েন্ট আকারে ফ্লিপশিটে লিখুন এবং পরবর্তীতে নির্যাতনে শিকার নারীদের কী কী সেবা দেয়া যায় এবং এক্ষেত্রে সরকারি বেসরকারি সেবার ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে আলোচনা করুন। (সংযোজনী-৬.২)

- আলোচনার পর প্রতিটি বিষয়ের উপর ছোট ছোট প্রশ্ন করুন এবং তার উত্তর দিতে বলুন
- নিচের প্রশ্নের মাধ্যমে পুরো বিষয়টি পুনরালোচনা করুন
  নারী পারিবারিক সহিংসতার শিকার হলে আমরা কি করব?
  সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কোথায় কি কি সেবা পাওয়া যায় ?
- সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

সংযোজনী-৬.১

নির্যাতনের শিকার নারীর সহজে প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার উপায়

- বহুমূখী কর্মসূচি- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার (ওসিসি)
- আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গ
  - পুলিশ, ডাক্তার, আইনজীবি ও বিচারক
- হাসপাতাল, ডাক্তার ও রাসায়নিক পরীক্ষক: আঘাত, ধর্ষণ, মৃত্যু, এসিড আক্রমণ এধরণের ঘটনার ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন হয়-
  - আঘাতের শিকার হলে:কোন জায়গায়, কতদিন আগে. ক্ষতের পরিমান এবং কি অস্ত্র দিয়ে ক্ষত করা হয়েছে তার প্রতিবেদন
  - ধর্ষণে শিকার হলে: শারীরিক আঘাত, কামড় এর চিহ্ন ফরেনসিক পরীক্ষা ও রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে ধর্ষণের আলামত চিহ্নিত করা
  - এসিড দ্বারা আক্রান্ত হলে: রাসায়নিক ও মেডিকেল পরীক্ষার মাধ্যমে কি ধরনের দাহ্য পদার্থ, কি ধরণের ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদির প্রতিবেদন

এ ধরণের ঘটনায় ডাক্তারী পরীক্ষা, ডাক্তারের সার্টিফিকেট, রাসায়নিক পরীক্ষকের সার্টিফিকেট এবং ডাক্তার ও পরীক্ষকের সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ।

- কাউন্সেলিং সহায়তা
  - মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা
- নিরাপদ হেফাজতে থাকা বা সুরক্ষা
- আশ্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে পুন:র্বাসন
- আইন সহায়তা কমিটি (জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে)
- বেসরকারি সংস্থার সহায়তা

নির্যাতনের শিকার নারী হাসপাতাল, পুলিশ, এনজিও বা অন্য যার কাছেই যাক না কেন তারা সবাই ওসিসির সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় সেবা দিতে পারেন।

সংযোজনী - ৬.২

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সেবা কার্যক্রমসমূহ

একজন নির্যাতনের শিকার নারী যে সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেবা নিতে পারেন-

নির্যাতনের ঘটনার অভিযোগকারী আদালত, থানা বা হাসপাতাল যে কোন জায়গায় বিচারের জন্য প্রথম যেতে পারেন।

- থানায় মামলা দায়ের করলে- আঘাত ও ধর্ষণের আলামত এর জন্য ডাক্তারী পরীক্ষা ও সনদপত্র প্রয়োজন। কারণ ডাক্তারী পরীক্ষার প্রতিবেদন পুলিশ তদন্ত কার্যক্রমের জন্য গুরত্বপূর্ণ। সাধারনত পুলিশ নিজ উদ্যোগে ডাক্তারী পরীক্ষা করায় এবং ডাক্তারী পরীক্ষার সনদের ফটোকপি নির্যাতনের

শিকার নারী পাবে।জখম লঘু বা অল্পমাত্রায় হলে নির্যাতনের শিকার নারী নিজে ডাক্তারী পরীক্ষা করতে পারেন ও সনদ সংগ্রহ করতে পারে।

- থানা এজহারভুক্ত করে সংশি- ষ্ট আদালতের কাছে প্রতিবেদন পাঠাবে। প্রয়োজনীয় আলামত উদ্ধার ও স্বাক্ষীর জবানবন্দি নিয়ে তদন্ত কাজ পরিচালনা করবে । আসামী গ্রেফতারের ব্যবস্থা করা ও তদন্ত প্রতিবেদন তৈরী করে অদালতে প্রেরণ করবে। আদালতের তত্ত্বাবধানে মামলার তদন্ত কাজ পরিচালিত হয়। অভিযুক্ত ও স্বাক্ষীকে আদালতের নির্দেশে (সমন ও ওয়ারেন্ট পাবার পর) আদালতে উপস্থিত করবে।

- প্রভাবশালী ব্যক্তির বা অন্য যেকোন কারনে নির্যাতনের শিকার কোন ব্যক্তি থানায় অভিযোগ করতে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল সরাসরি অভিযোগ গ্রহণ করবেন। আদালতে সরাসরি বিচার প্রার্থনা করা হলে বিচারক অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে এবং সাধারনত ঘটনা তদন্ত করার জন্য থানায় পাঠান ও তদন্তের নির্দেশ দেন। গৌন বা লঘু অপরাধ যেমন স্ত্রীকে মারধর করা, খোরপোষ না দেয়া বা বহুবিবাহ ইত্যাদি ঘটনায় স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিকে তদন্তের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। আদালতের তত্ত্বাবধানে মামলার তদন্ত কাজ পরিচালিত হয়। সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করতে কোন পুলিশ কর্মকর্তা দায়িত্বে অবহেলা করলে আদালত তার বির"দ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারেন।
- আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মামলার যে কোন পক্ষ আপীল বিভাগে আবেদন করার সুযোগ আছে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,২০০০ (সংশোধনী ২০০৩) এবং ফৌজদারী আইনের আওতায় পড়ে এমন আপরাধসমূহে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য সরকারী আইনজীবী রয়েছেন। তিনি পাবলিক প্রসিকিউটর (পি ,পি) নামে পরিচিত। এই সকল মামলায় নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির পক্ষে নিজ অর্থে আইনজীবী নিয়োগ দেয়ার প্রয়োজন নাই।
- আইন সহায়তা কমিটি : আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল,সহায় সম্বলহীন এবং বিভিন্ন আর্থ- সামাজিক কারণে যারা বিচার পায়না তাদেরকে আইনগত সহায়তা দেয়ার নিমেত্তে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (সংশোধন ২০০৬) অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় আইন সহায়তা সংস্থা আছে। এই সংস্থার প্রধান হলেন জেলা ও দায়রা জজ। এই সংস্থার মাধ্যমে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় মামলার ক্ষেত্রেই আইনী সহায়তা পাওয়া যায়। কমিটি বরাবর আবেদনের প্রেক্ষিতে আইনজীবী, কোর্ট ফি ছাড়াও অন্যান্য খরচাদি যেমন মামলার সাথে সংশি- ষ্ট কাগজ ও দলিলপত্রের কপি বিনামুল্যে পাওয়া যায়।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহঃ

- উপজেলা স্বাস্থ্য কমপে- ক্স
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক নিরাপদ আবাসন
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল
- পারিবারিক আদালত
- ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল (জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক)
- গ্রাম্য সালিশী
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
- মানবাধিকার কমিশন
- স্থানীয় বেসরকারী সংগঠন বা এনজিও

সংযোজনী-৬.৩

বাংলাদেশ সংবিধানের আলোকে সরকার কর্তৃক গৃহীত দায়বদ্ধতা,অঙ্গিকার,মূলনীতিসমূহঃ

- জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১০)
- মৌলিক, মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে (অনুচ্ছেদ ১১)
- অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৫-ক)
- সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, বার্ধক্যজনিত কারণে অভাবগৃস্থতার ক্ষেত্রে সাহায্য লাভ (অনুচ্ছেদ ১৫-ঘ)
- সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিতকরণ (১৯)
- সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী (অনুচ্ছেদ ২৭)
- কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ২৮.১)
- রাষ্ট ও জন জীবনে সর্বস্তরে নারী-পুর"ষের সমান অধিকার লাভ (অনুচ্ছেদ ২৮.২)
- নারী ও শিশুদের অনুকুলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন করা (অনুচ্ছেদ ২৮.৪)

নীতিমালা :

- নারী উন্নয়ন নীতিমালা
- জাতীয় শিশু নীতিমালা

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রচলিত আইন :

১০. দন্ডবিধি ১৮৬০
১১. স্বাক্ষ্য আইন ১৮৭২
১২. অভিভাবকও প্রতিপাল্য আইন ১৮৯০
১৩. ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮
১৪. বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯
১৫. মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯
১৬. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১
১৭. মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিষ্ট্রেশন আইন ১৯৭৪
১৮. যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
১৯. নারী নির্যাতন আইন ১৯৮৩
২০. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫
২১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধন ২০০৩)
২২. এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২
২৩. এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২
২৪. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধণ আইন ২০০৪
২৫. গ্রাম আদালত আইন ২০০৬
২৬. শ্রম আইন ২০০৬
২৭. আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (সংশোধন ২০০৬)
২৮. নাগরিকত্ব আইন (সংশোধন) ২০০৯
২৯. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯
৩০. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০
৩১. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ,২০১২

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধন ২০০৩) এ যে সকল বিষয় অর্ন্তভূক্ত আছে সেগুলো হলো:

- ধর্ষণ ও এ সংক্রান্ত সামাজিক ও আইনী ব্যবস্থাদি;
- এসিড নিক্ষেপ ও এ সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি;
- নারী পাচার;
- শিশু পাচার;
- নারী বা শিশু অপহরণ;
- যৌন নিপীড়ন ও প্রতিরোধ;
- যৌতুকের টাকা আদায়ের জন্য নির্যাতন ও অন্যান্য সংশি- ষ্ট বিষয়।

সংযোজনী-৬.৩

বাংলাদেশ সরকারের নারী নির্যাতন রোধে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ও অঙ্গিকারসমূহ

জাতীয় পর্যায়:

- নারী উন্নয়ন নীতিমালা
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টিসেক্টরাল কর্মসুচি
- নারী বান্ধব হাসপাতাল কর্মসুচি
- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

আর্ন্তজাতিক পর্যায়:

- জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদ
- সিডও (CEDAW) - নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ
- বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর অ্যাকশন - নারীর বিকাশ, সমতা ও অধিকার নিশ্চিত করা
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG)
- আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ

বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচি বা সেবা বা প্রকল্পসমূহ:

• বয়স্ক ভাতা • দুস্থ মহিলা ভাতা • অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধার ভাতা • অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা • মাতৃত্বকালীন ভাতা	• কাজের বিনিময়ে খাদ্য • এতিম শিশু কল্যাণ • কাজের বিনিময়ে টাকা • স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম • আইনী সহায়তা

সরকারের অন্যান্য তহবিল বা কর্মসূচি বা প্রকল্প

- মহিলাদের ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মকর্মসংস্থান তহবিল
- এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন

- পোল্ট্রি খামারিদের সহায়তা তহবিল
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সহায়ক কেন্দ্র
- পল- ী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন
- ঘরে ফেরা ও একটি বাড়ি একটি খামার
- মেটারনাল হেল্‌থ ভাউচার স্কিম
- ন্যাশনাল নিউট্রেশন প্রোগ্রাম
- ভিক্ষুক পুনর্বাসন প্রকল্প

বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিনিধি/কমিটির মাধ্যমে আইনী পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বেসরকারি উদ্যোগসমূহঃ

- সচেতনতা সৃষ্টি
- স্বাস্থ্যসেবা
- আইনী সহায়তা/পরামর্শ
- কাউন্সেলিং সেবা
- আশ্রয় সেবা
- খাদ্য ও পুষ্টি সেবা ইত্যাদি
- শিক্ষক সেবা
- ক্ষুদ্রঋণ সেবা
- সক্ষমতা উন্নয়ন সেবা
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেবা

অধিবেশন- সাত

শিরোনাম : নারী নির্যাতনের বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশে- ষণ ও পদক্ষেপ গ্রহণ

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- নারী নির্যাতনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা পাবে
- কি ধরণের পরিস্থিতিতে কি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে জানতে পারবেন

সময় : ১ ঘন্টা

অধিবেশন পরিকল্পনাঃ

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১	নারী নির্যাতনের বিভিন্ন পরিস্থিতি বিশে- ষণ	দলীয় কাজ, পরিস্থিতি বিশে- ষণ	বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতি / কেস স্টাডি	১ ঘন্টা

প্রক্রিয়া : নারী নির্যাতনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে করণীয় বিশে- ষণ

- সহায়ক প্রত্যেক অংশগ্রহনকারীদেরকে পরিস্থিতি বিশে- ষণ বিষয়ক একটি করে লিখিত বিবৃতি প্রদান করবেন। এই লিখিত বিবৃতির মধ্যে পাঁচ ধরণের পরিস্থিতি উলে- খ থাকবে। এই পরিস্থিতিগুলো সম্পর্কে ও পরিস্থিতির সঠিক উত্তর সম্পর্কে সহায়ক ভাল ধারণা রাখবেন।
- এই পাঁচ ধরণের পরিস্থিতিতে অংশগ্রহণকারীরা কে কোন ধরণের পরিস্থিতে কি ধরণের মতামতকে গুর"ত্ব দিবেন তার উপর ভিত্তি করে অংশগ্রহনকারীরা লিখিত বিবৃতিতে এক বা একের অধিক মতামতে টিক চিহ্ন প্রদান করবেন।
- এরপর সহায়ক অংশগ্রহণকারীদেরকে চার ধরণের ফুলের নামের মাধ্যমে চারটি ভাগে ভাগ করবেন এবং দলের মাধ্যমে তারা সিদ্ধান্ত নিবেন পরিস্থিতি বিশে- ষণ বিবৃতিতে কেন তারা এই মতামতকে টিক চিহ্ন প্রদান করছেন আবার ইচ্ছা করলে কেউ দলের মধ্যে ঐক্যমত পোষন করতে নাও পারে। এ কাজের জন্য সহায়ক প্রত্যেক দলকে সময় দিবেন ১০ মিনিট।
- দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অংশগ্রহণকারীরা আবার বড় দলে ফিরে আসবেন। এরপর সহায়ক ফ্লিপ চার্টে দাগ কেটে অংশগ্রহণকারীদের কাছে জানতে চাইবেন ১নং পরিস্থিতিতে কোন কোন দল কোন কোন সংখ্যায় টিক চিহ্ন দিয়েছেন এবং কেন দিয়েছেন তার পিছনে কি কি কারণ বা যৌক্তিকতা আছে তাও জানতে চাইবেন এভাবে ৫ ধরণের পরিস্থিতিতে কে কি ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে বের করে নিয়ে আসবেন।
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানার জন্য সহায়ক ফ্লিপ চার্টে নিম্নের নমুনাটি ব্যবহার করবেন

পরিস্থিতি নং	দল নং ১	দল নং ২	দল নং ৩	দল নং ৪

পরিস্থিতি নং ১				
পরিস্থিতি নং ২				
পরিস্থিতি নং ৩				
পরিস্থিতি নং ৪				
পরিস্থিতি নং ৫				

সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের নিম্নলিখিত পরিস্থিতিগুলো প্রদান করবেন–

সংযোজনী-৭.১

পরিস্থিতি নং ১

যৌন নির্যাতনের শিকার নারীর বয়স নির্ণয়ের জন্য হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগে পর পর তিনদিন নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু এক্সরে পে- টের অভাবে রেডিওলজি পরীক্ষা করানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট দিতে দেরী হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমরা কি করবো।

করনীয় (টিক √ চিহ্ন দিন)

(ক) ব্যক্তিগতভাবে ঐ সংশি- ষ্ট (সেবাদানকারী) ব্যক্তির সাথে কথা বলা।
(খ) সংশি- ষ্ট (সেবাদানকারী) ব্যক্তির ব্যবস্থাপকের সাথে কথা বলা।
(গ) স্থানীয় সহযোগী সংগঠন সমূহকে সন্নিবেশিত (মোবিলাইজ) করে প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদে সভা, স্মারকলিপি, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স, অবস্থান কর্মসুচি ইত্যাদি হতে পারে।
(ঘ) জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা।
(ঙ) জাতীয় পর্যায়ে সংশি- ষ্ট বিভাগের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।
(চ) সারাদেশব্যাপী এ ঘটনার প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদ সভা, স্মারকলিপি, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স, অবস্থান ইত্যাদি।হতে পারে
(ছ) সংশি- ষ্ট বিভাগের সাথে মত বিনিময় সভা।
(জ) অন্যান্য

পরিস্থিতি নং ২

ঘটনার শিকার নারী তার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় বাস করতেন। গ্রাম থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে তাদের একখন্ড ধানী জমি ছিল। তারা প্রায় প্রতিদিন সেখানে যাতায়াত করতেন। সেখানে তাদের একটি অস্থায়ী খামার বাড়ি ছিল, যেখানে তারা কাজের চাপ বেড়ে গেলে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান করতেন। সময়টি ছিল ৯ ই ফেব্রুয়ারী ২০১১। অভিযুক্ত ব্যক্তি ও আরো চারজন লোক বিকাল ৩ টার দিকে ঐ জমি থেকে কিছুদূর উপরে একটি পাহাড়ে গাছ কাটছিল। লোকগুলো কাটা গাছগুলো ঐ ধান ক্ষেতে ছুড়ে মারছিল যা ফসলের জন্য ক্ষতিকর। জমির মালিক এ বিষয়ে প্রতিবাদ করলে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হল। কিন্তু সেদিন কিছু ঘটল না। পরদিন ঘটনার ভুক্তভোগী নারীর স্বামী গাছ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বনের গভীরে গেলেন। খামার বাড়িতে ঐ নারীর সাথে তার তিন বছরের শিশু কণ্যা ও ছোট দেবর কাজ করছিলেন। ঘটনা আবার কথা কাটাকাটিতে রুপ নিল যখন আগেরদিনের মতই ঘটনার অভিযুক্ত ব্যক্তিরা কাটা গাছগুলো উপর থেকে জমিতে ফেলতে শুরু করল। এ সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি তার এক সঙ্গীকে সাথে নিয়ে ঐ নারীকে আক্রমণ করল। তারা তার মুখ শক্ত করে চেপে ধরল এবং জোরপূর্বক ঘরের ভিতর নিয়ে তাকে ধর্ষণ করল। এসময় অন্য তিনজন লোক তার শিশু কণ্যা ও দেবরকে কক্ষের বাইরে বন্দী করে রাখল। ধর্ষকেরা ঘর থেকে বেরিয়ে অন্যদের সাথে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করল। তাদের মধ্যে একজন দুস্কৃতিকারী বলল, 'নারীটিকে মেরে ফেল'। এরমধ্যে ধর্ষিত নারী উঠানে তার কণ্যাশিশু ও দেবরের

খোঁজে বাইরে আসলে অভিযুক্ত ব্যক্তি তার সঙ্গীদের একজনের কাছ থেকে দা নিয়ে ঐ নারীর মাথায় আঘাত করল। মাথা কোনমতে রক্ষা করতে পারলেও ধারালো দা টি তার হাতে আঘাত করল এবং নারীটি মারাত্মকভাবে জখম হল। সে জোরে চিৎকার দিল। তার চিৎকার শুনে আশেপাশের অনেক মানুষ জমায়েত হল। মানুষ দেখে অভিযুক্ত লোকেরা পালিয়ে গেল। গ্রামবাসীরা তার স্বামীকে খবর দিলে সে তার মারাত্মকভাবে জখম হওয়া স্ত্রীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেল। পরবর্তীতে ভুক্তভোগীর স্বামী স্থানীয় থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০(সংশোধনী ২০০৩) ধারা-৯ এর আওতায় পাঁচ জনকে আসামী করে একটি মামলা করেছেন।

ধর্ষণের শিকার নারীর মামলার তদন্ত করছে না পুলিশ। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না। ডাক্তারী পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। তবে প্রতিবেদেনে ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়নি। স্থানীয় প্রশাসন সহযোগিতা করছে না। এক্ষেত্রে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

করনীয় (টিক √ চিহ্ন দিন)

(ক) ব্যক্তিগতভাবে ঐ সংশি- ষ্ট (সেবাদানকারী) ব্যক্তির সাথে কথা বলা।
(খ) সংশি- ষ্ট (সেবাদানকারী) ব্যক্তির ব্যবস্থাপকের সাথে কথা বলা।
(গ) স্থানীয় সহযোগী সংগঠন সমূহকে সন্নিবেশিত (মোবিলাইজ) করে প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদে সভা, স্মারকলিপি, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স, অবস্থান কর্মসুচি ইত্যাদি হতে পারে।
(ঘ) জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা।
(ঙ) জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।
(চ) সারাদেশব্যাপী এ ঘটনার প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদ সভা, স্মারকলিপি, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স, অবস্থান ইত্যাদি ।হতে পারে
(ছ) সংশি- ষ্ট বিভাগের সাথে মত বিনিময় সভা।
(জ) অন্যান্য

পরিস্থিতি নং ৩

নির্যাতনের শিকার নারীকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গিয়েছেন। সে মুহুর্তে দেখা গেল কর্তব্যরত ডাক্তার মোবাইল ফোনে দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধুর সাথে গুর"ত্বহীন আলাপ করছেন। এক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে।

করনীয় (টিক √ চিহ্ন দিন)

(ক) ব্যক্তিগতভাবে ঐ সংশি- ষ্ট (সেবাদানকারী) ব্যক্তির সাথে কথা বলা।
(খ) সংশি- ষ্ট (সেবাদানকারী) ব্যক্তির ব্যবস্থাপকের সাথে কথা বলা।
(গ) স্থানীয় সহযোগী সংগঠন সমূহকে সন্নিবেশিত (মোবিলাইজ) করে প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদে সভা, স্মারকলিপি, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স, অবস্থান কর্মসুচি ইত্যাদি হতে পারে।
(ঘ) জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা।
(ঙ) জাতীয় পর্যায়ে সংশি- ষ্ট বিভাগের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।
(চ) সারাদেশব্যাপী এ ঘটনার প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদ সভা, স্মারকলিপি, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স, অবস্থান ইত্যাদি ।হতে পারে
(ছ) সংশি- ষ্ট বিভাগের সাথে মত বিনিময় সভা।
(জ) অন্যান্য

পরিস্থিতি নং ৪

উপজেলা পর্যায়ে মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষা করানোর সরকারী পরিপত্র ২০০২ সালে জারি হয়েছে । কিন্তু উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আর.এম.ও) জানান যে, নতুন নিয়মের কথা শুনেছি, তবে প্রয়োগের ব্যাপারে নির্দেশনা পাইনি। এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

করনীয় (টিক √ চিহ্ন দিন)

(ক) ব্যক্তিগতভাবে ঐ সংশি- ষ্ট (সেবাদানকারী) ব্যক্তির সাথে কথা বলা।
(খ) সংশি- ষ্ট (সেবাদানকারী) ব্যক্তির ব্যবস্থাপকের সাথে কথা বলা।
(গ) স্থানীয় সহযোগী সংগঠন সমূহকে সন্নিবেশিত (মোবিলাইজ) করে প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদে সভা, স্মারকলিপি, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স, অবস্থান কর্মসুচি ইত্যাদি হতে পারে।
(ঘ) জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা।
(ঙ) জাতীয় পর্যায়ে সংশি- ষ্ট বিভাগের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।
(চ) সারাদেশব্যাপী এ ঘটনার প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদ সভা, স্মারকলিপি, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স, অবস্থান ইত্যাদি ।হতে পারে
(ছ) সংশি- ষ্ট বিভাগের সাথে মত বিনিময় সভা।
(জ) অন্যান্য

পরিস্থিতি নং ৫

সখিনা কাজ করত ঢাকার এক গার্মেন্টস এ। বাড়ী যাবার জন্য নৈশ কোচে রওনা হয়েছে খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে। তার বাড়ি খাগড়াছড়ি পৌছানোর আগের বাসস্ট্যান্ডে, কাজেই তাকে নামতে হয় ভোর হওয়ার আগেই। কিছু টহল পুলিশ সহযোগিতার কথা বলে সখিনাকে তুলে নিল নিজেদের গাড়িতে। কিন্তু সকালে রাস্তার পার্শ্বে পাওয়া যায় সখিনার লাশ। ময়না তদন্তের রিপোর্টে দেখা যায় ধর্ষণের পর তাকে হত্যা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ তুলে পুলিশের বিরুদ্ধে। ফলে শুর“ হয় স্থানীয় পর্যায়ে আন্দোলন। আন্দোলন চরম আকার ধারণ করলে পুলিশ গুলি চালায় আন্দোলনকারীদের উপর। এতে বেশ কয়েকজন আন্দোলনকারী নিহত হয়। এক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে।

করনীয় (টিক √ চিহ্ন দিন)

(ক) ব্যক্তিগতভাবে ঐ সংশি- ষ্ট (সেবাদানকারী) ব্যক্তির সাথে কথা বলা।
(খ) সংশি- ষ্ট (সেবাদানকারী) ব্যক্তির ব্যবস্থাপকের সাথে কথা বলা।
(গ) স্থানীয় সহযোগী সংগঠন সমূহকে সন্নিবেশিত (মোবিলাইজ) করে প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদে সভা, স্মারকলিপি, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স, অবস্থান কর্মসুচি ইত্যাদি হতে পারে।
(ঘ) জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারকদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করা।
(ঙ) জাতীয় পর্যায়ে সংশি- ষ্ট বিভাগের কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা।
(চ) সারাদেশব্যাপী এ ঘটনার প্রতিবাদ করা। প্রতিবাদ সভা, স্মারকলিপি, মানববন্ধন, প্রেস কনফারেন্স, অবস্থান ইত্যাদি ।হতে পারে
(ছ) সংশি- ষ্ট বিভাগের সাথে মত বিনিময় সভা।
(জ) অন্যান্য

সহায়ক এই পরিস্থিতিগুলো বিশে- ষণ এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে বের করে আনবেন যে, মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হলে আমাদেরকে বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং ঐ সকল পরিস্থিতিতে আমরা কোন সময় কোন ধরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। সহায়ক প্রতিটি পরিস্থিতির উপর বিষয়ভিত্তিক ব্যাখা প্রদান করবেন এবং বলবেন আসলে আমাদের ইস্যু অনুযায়ী পদক্ষেপ বুঝতে হবে তা না

হলে কোন পদক্ষেপই কার্যকর হবে না। তাই পরিস্থিতিগুলো সম্পর্কে অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে ও সে অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এই বলে সহায়ক অধিবেশনের সমাপ্তি টানবেন।

অধিবেশন আট

শিরোনাম: সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা জন্য প্রয়োজনীয় ও নুন্যতম দক্ষতা ও গুনাবলী

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- কীভাবে সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা করতে হয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা করতে সহায়ক এর গুনাবলী ও ধারণা সম্পর্কে অবগত হবেন

সময় : ১ঘন্টা ৩০ মিনিট

অধিবেশন পরিকল্পনা

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি / কৌশল	উপকরণ	সময়
১	সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা এর ধাপ সমূহ	আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, ঝোড়োভাবনা, ও উপস্থাপন	ফ্লিপশিট ও মার্কার	১ ঘন্টা ৩০মি:

প্রক্রিয়া: সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা

ধাপ ১

- অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে কী প্রক্রিয়ায় বা কীভাবে সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা করা যায় সে সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতাগুলো শুনুন। এবার অংশগ্রহণকারীদের সরাসরি প্রশ্ন করুন, সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা করার জন্য কী কী ধাপে সহায়তা বাস্তবায়ন করতে হয়?
- অংশগ্রহণকারীদের উত্তরগুলো বলার সাথে সাথে তা ফ্লিপশিটে লিখুন। এপর্যায়ে সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা ধাপের শুধু নামের তালিকাযুক্ত(শিরোনাম) ফ্লিপশিটটি বোর্ডে টাঙ্গিয়ে তা পড়ে পড়ে শোনান (**সংযোজনী-৮.১**)
- বলুন, এখন আমরা সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা প্রতিটি ধাপের নাম/শিরোনাম জানলাম। এবার আমরা সবাই মিলে ধাপগুলো ব্যাখ্যা করবো।
- সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়তা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ব্যখ্যা করুন **(সংযোজনী:৮.২)**
- স্বতস্ফূর্ত ও সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

সংযোজনী ; ৮.১

সহায়তার ধাপসমূহ

- সেবা গ্রহীতাকে আন্তরিক সম্ভাষণ জানানো
- ভূমিকা/কাজ উলে- খপূর্বক নিজের পরিচয় দেয়া
- সেবাগ্রহীতার সাথে সহজ-আস্থাশীল-স্বস্তিময় (গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত) সম্পর্ক স্থাপন
- তাঁকে কীভাবে সাহায্য-সহযোগীতা করতে পারেন তা জানতে চাওয়া
- মনোযোগ ও সমানুভূতির সাথে তাঁর কথা শোনা
- বাস্তব প্রয়োজন ও প্রত্যাশার আলোকে পরিস্থিতি বিশে- ষণ করা,
- করনীয় ও সম্ভাবনাগুলো ব্যাখ্যা করা
- তার আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের বিকাশ ঘটানো,
- সমাধান ও সমাপ্তি টানা
- ডি-ব্রিফিং

সহায়তার ধাপ	সহায়তার জন্য করণীয়
আন্তরিক সম্ভাষণ	– আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে যান – মা/বোন বা স্থানীয় গ্রহণযোগ্য সম্বোধনে কাছে/পাশে বসুন, প্রয়োজনে কোমল স্পর্শ রাখুন – কষ্ট, ভয় বা অন্য কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানতে চান, আশ্বস্ত করুন
নিজের পরিচয় এবং ভূমিকা/কাজ	– নিজের পরিচয় দিন এবং এখানে আপনার কাজ কী তা জানান – আপনার সম্পর্কে তার কোন প্রশ্ন/ জানার আছে কিনা জানতে চান , সাড়া দিন – তিনি কোথা থেকে এসেছেন, কিভাবে এসেছেন, এসব নিয়েও আলোচনা করা যেতে পারে
সহজতা ও আস্থা নির্মাণ	– আলাপচারিতার মাধ্যমে সহজতা ও স্বস্তি তৈরী করুন – এই আলাপচারিতায় একান্ত ব্যক্তিগত এবং তার সার্বিক গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে তা জানান
প্রশ্ন কর ন কিভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারেন	– এবার জানতে চান, কীভাবে আপনি তাঁকে সাহায্য করতে পারেন
মনোযোগ ও সমানুভূতি নিয়ে শুনুন	– তার সব কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনুন, প্রয়োজন মতো সাড়া দিন, তবে আপনার কোন মত জানাবেন না – বাক্যের বিপরীতে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করুন, তবে তা যেন ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন না করে – আবেগ প্রবণ হয়ে পড়লে থামতে দিন, স্পর্শ দিয়ে শান্ত করুন – সমানুভূতি প্রকাশ করুন, আবেগ তাড়িত হবেন না – তার সামগ্রিক অবস্থার আলোকে তাঁর কষ্ট, শঙ্কা বোঝার চেষ্টা কর ন
বাস্তবতা, প্রয়োজন ও প্রত্যাশার আলোকে পরিস্থিতি বিশে- ষণ কর ন	– তার অবস্থা/প্রত্যাশার বিপরীতে বাস্তবতা তুলে ধরুন – আপনার বা প্রতিষ্ঠানের সদিচ্ছার পাশাপাশি সীমাবদ্ধতাও ব্যাখ্যা কর ন

সহায়তার ধাপ	সহায়তার জন্য করণীয়
করনীয় ও সম্ভাবনা ব্যাখ্যা করুন	– অবস্থা ও বাস্তবতার আলোকে সম্ভাব্য করনীয়গুলো তুলে ধরুন – তাঁর কোন ইচ্ছা বা প্রত্যাশা থাকলে তাও জেনে নিন – বুঝিয়ে বলুন কী এবং কেন তা করনীয় – কীভাবে তা করা হবে/যাবে তা-ও ব্যাখ্যা করুন
আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের বিকাশ ঘটান	– বুঝিয়ে বলুন, এই কাজে তার সহায়তা ও সক্রিয়তা সবচেয়ে জরুরী – তাঁকে নিজের সামর্থ্য/সক্ষমতাগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করুন – তাকে তার আত্মবিশ্বাসের জায়গাটা ধরিয়ে দিন
সমাধান ও সমাপ্তি টানুন	– সম্ভাব্য সমাধান বা করনীয়গুলো আলোচনা করে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করুন – করনীয়গুলো কখন কিভাবে করবেন তা ঠিক করতে বলুন, সাথে আপনার করনীয় গুলোও তুলে ধরুন
পুরো আলোচনার সার সংক্ষেপ করুন	– পুরো আলোচনার একটি সার-সংক্ষেপ করুন – সিদ্ধান্ত এবং করনীয়গুলো আবার জানিয়ে দিন – সময়গুলো মনে করিয়ে দিন – ধন্যবাদ দিয়ে সেশন শেষ করুন

সহিংসতার শিকার নারী ও তার পরিবার এর সহায়ক এর গুনাবলী ও ধারণা :

- সেবাগ্রহীতা/কাউন্সেলিং-এর ধরণ ও বৈশিষ্ট্য
- সেবাগ্রহীতার সমস্যা চিহ্নিত করা ও অনুধাবন করা
- সহায়তার বাধাসমূহ
- সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্র, পরিবেশ
- সহায়তা প্রদানের সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতা
- সহায়কের দায়িত্ব কর্তব্য
- সহায়কের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে ধারণা
- সেবাগ্রহীতাকে মূল্যায়ন ও ফলো আপ

একজন সহায়কের কাঙ্খিত দৃষ্টিভঙ্গি:

- সেবাগ্রহীতার সাথে সমানুভূতিশীল ও সাড়াশীল সম্পর্ক তৈরিতে আগ্রহী
- সেবাগ্রহীতার সমস্যা জানতে, বুঝতে ও বিশে- ষণ করতে এবং তার সমাধান-সহায়তা দানে আগ্রহী
- আত্মসচেতনতা, নিরেপেক্ষতা, সততা, দায়বদ্ধতা ও বিশ্বস্ততায় অবিচল
- বিনয়ী, বন্ধুত্বপরায়ণ, ধৈর্যশীল ও দায়িত্ব পালনে কঠোর মনোভাব
- আবেগ নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টিভঙ্গি

- সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে কোন প্রকার সুযোগ না নেয়ার মনোভাব
- শর্তহীন ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
- সেবাধর্মী মনোভাব

একজন সহায়কের কাঙ্খিত দক্ষতাসমূহ:

- সঠিক পরিকল্পনা করতে পারা
- সম্ভাষণ জানানো, কুশল বিনিময় এবং সম্পর্ক সৃষ্টি করার দক্ষতা
- সক্রিয়ভাবে শোনা ও সাড়া (না বলা কথা/নিরবতার ব্যবহার) দেয়ার এবং যথাযথ প্রশ্ন করার দক্ষতা
- সেবাগ্রহীতার অবস্থা-অবস্থান/সমস্যা পর্যবেক্ষণ করতে পারা
- যথাযথ ও ধারাবাহিকভাবে গুছিয়ে বলা/উপস্থাপন/ব্যাখ্যা (যথাযথ শব্দ ব্যবহার, যুক্তি ও উদাহরণসহ) করতে পারা
- প্রয়োজনীয় ও যথাযথ তথ্য সংগ্রহ ও প্রদানের দক্ষতা
- দূরদর্শী ও পরিস্থিতি মোকাবেলা/নিয়ন্ত্রণ করতে পারা
- ইতিবাচক ও আশাবাদী মনোভাব তৈরির দক্ষতা

একজন সহায়কের কাঙ্খিত গুণাবলী:

- সমানুভূতিশীল
- অকৃত্রিম
- আত্ম ও স্থানীয় পরিবেশ সচেতন
- হাসিখুশি
- নমনীয়
- সৎ
- সুস্পষ্ট, সরল ও দুর্বোদ্ধহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী
- বিশ্বাসী
- গোপনীয়তা রক্ষাকারী

সংযোজনী ৮.২

বিভিন্ন শব্দের ধারণাগত স্বচ্ছতা :

সমানুভূতি (Empathy):	সমানুভুতি **(Empathy)** একটি আবেগীয় অবস্থা, যা একজন ব্যক্তি অপর একজন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুধাবন করে সমব্যাথী হওয়া। এটি হচ্ছে, অন্যের অভিজ্ঞতা, আচরণ, অনুভূতিকে তার মত করে বুঝে তার সাথে কথা বলা। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে তার মত করে বুঝতে হবে, কারণ একজন ব্যক্তি যে ভাবে একটা বিষয় দেখছে বা অনুভব করছে সে আঙ্গীকেই বিষয়টিকে অনুভব করা প্রয়োজন।
সেবা/যত্ন (Care)	সেবা/যত্ন এর শাব্দিক অনেক অর্থ হতে পারে, যে আন্তরিক যত্ন বা সেবা প্রদান করা, কারো সেবা-যত্ন নেওয়া, কারো দায়ীত্বভার গ্রহণ করা/নেয়া, কাউকে ভয়-ভাবনা হীন করা বা তার ভয় দূর করা, কাউকে দুশ্চিন্তামুক্ত করা এবং সেবা গ্রহীতার চাহিদা ও

	প্রয়োজন মেটাতে যথাযথ সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
সম্মান করা/দেখানো (Respect)	প্রতিটি মানুষ অন্য মানুষের কাছ থেকে ভাল বা সৌজন্যমূলক আচরণ/ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী । ধর্ম ,বর্ণ,জন্মস্থান বা অন্য কোন কারণে মানুষে মানুষে আচরণ এর ক্ষেত্রে বৈষম্য না করা ।
মর্যাদা (Dignity)	মর্যাদা হল কোন ব্যক্তির অবস্থা ও অবস্থান; অনেক ক্ষেত্রে এটি আবার সম্মান শব্দের সমার্থকও। প্রত্যেকটি মানুষেরই আত্মমর্যাদা রয়েছে। কারো অধিকার নেই সেটি ক্ষতি বা খর্ব করার।
ব্যক্তি-গোপনীয়তা (Privacy)	এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যক্তি অন্যের থেকে নির"পদ্রবে অনাকাংখিত হস্তক্ষেপ ছাড়া জীবনযাপন করতে পারে। প্রত্যেকেরই গোপনীয়তা বজায় রেখে জীবনযাপন করার অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে।
নৈতিকতা (Ethics)	নৈতিকতা প্রত্যেক ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বা অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী যা ব্যক্তির মানবাধিকার।
আত্মবিশ্বাস নির্মাণ	সরল অর্থে আত্মবিশ্বাস হচ্ছে নিজের উপর বিশ্বাস। জীবনে অনেক সময় নেতিবাচক ঘটনার ফলে ব্যক্তি তার জীবনের উপর আস্থা/বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কান্না, দুঃখ-বেদনা, মন্দ, ব্যর্থতা, বিপদ/ঝুঁকি- এসব জয় করে বা দূর করে জীবনে আনন্দ, হাসি- সুখ, সফলতা, ইত্যাদি লাভ করার সক্ষমতাকে অত্মবিশ্বাস বলা যায়।
আন্তরিকতা	সেবাগ্রহীতার সংশি- ষ্ট সকল বিষয়ের প্রতি মনোযোগী, বিশ্বস্ত ও আন্তরিক হতে হবে।
পূর্ণ মনোযোগ	সেবাপ্রার্থী পরিপূর্ণ আস্থা রেখে সমস্যা সমাধানে পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে সহানুভূতিশীল হয়ে সেবাগ্রহীতার কথা শোনা , বোঝা ও পদক্ষেপ নেয়া।

অধিবেশন -নবম

শিরোনাম : প্রশিক্ষক হবার কৌশল

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা-

- প্রশিক্ষকের গুনাবলী জানবে;
- প্রশিক্ষণ পরিচালনার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবে; এবং
- নিজে স্বাধীন ভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

সময় : ৪৫ মিনিট

অধিবেশন পরিকল্পনা:

ধাপ	বিষয়	পদ্ধতি/কৌশল	উপকরণ	সময়
১	প্রশিক্ষকের গুনাবলী	ফ্লিপশিট লিখন, স- াইড প্রদর্শন, দৃশ্যমান উপস্থাপনা	ফ্লিপশিট, মাল্টিমিডিয়া, বোর্ড, মার্কার	১০ মিঃ
২	প্রশিক্ষণ পরিচালনার প্রস্তুতি	হ্যান্ড আউট, ফ্লিপশিট লেখা, দৃশ্যমান উপস্থাপনা	ফ্লিপশিট, মাল্টিমিডিয়া, মার্কার	৩০ মিঃ
৩	প্রশিক্ষণের দায়িত্ব বিভাজন	বড় দলে আলোচনা	ফ্লিপশিট, মার্কার	০৫মিঃ

প্রক্রিয়া : প্রশিক্ষকের গুনাবলী

ধাপ ১

- একজন প্রশিক্ষকের কি ধরণের গুনাবলী থাকা প্রয়োজন তা অংশগ্রহণকারীদের নিকট জানুন এবং ফ্লিপশিটে লিখে তালিকা প্রস্তুত কর―ন
- প্রশিক্ষকের গুনাবলী অর্জনের বিষয়ে গুর―ত্ব দিন
- প্রশিক্ষণ পরিচালনার প্রস্তুতির হ্যান্ড আউট সবাইকে দিন **(সংযোজনী-৯.১)**
- পোষ্টার / মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রধান প্রধান বিষয়গুলো আলোচনা কর―ন
- কোন বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে তা পরিস্কার কর―ন

ধাপ ২

- আগামী কালের উপস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন; অংশগ্রহণকারীদেরকে চার দলে ভাগ হয়ে আজকের চারটি বিষয়ে উপস্থাপনার কথা বলুন
- অংশগ্রহণকারীদের চার ভাগে ভাগ করুন
- চার দলের সদস্যদের নাম ফ্লিপশিটে লিখে রাখুন। দলের সদস্যদেরকেও নিজেদের নাম লিখে রাখতে বলুন

- চার ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর চার অধিবেশনের নাম ৪টি কাগজে লিখে দলের মধ্যে লটারী করে ভাগ করে দিন
- চারটি অধিবেশনের বিষয় হলো

১. সেক্স ও জেন্ডার ধারণাগত স্বচ্ছতা ও বিশে- ষণ

২. নারী ও পুর"ষের অবস্থা ও অবস্থান এবং জেন্ডার ও নারী নির্যাতন

৩ . নারীর প্রতি সহিংসতা কি ? নারী নির্যাতনের ধরণ ও কারণ সুনির্দিষ্টকরণ

৪. নারী নির্যাতন মোকাবেলায় (প্রতিরোধ ও প্রতিকার) কার্যক্রম (সামগ্রিক)

- কোন দল কোন বিষয় পেল তা লিখে রাখুন
- কিছুক্ষণ তাদের বিষয়টি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে দিন
- কোন বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে সহাযতা করুন
- আগামী কাল শুরুর সময় জানিয়ে দিন।
- প্রথম ৩০-৫০ মিনিট প্রস্তুতি, তারপর উপস্থাপন করার কথা বলুন
- প্রস্তুতির সময় প্রয়োজনমত পোষ্টার তৈরী, গল্প লেখা, মাল্টি মিডিয়ায় উপস্থাপনা তৈরী করার কথা বলুন
- উপকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা জিজ্ঞেস করুন। প্রয়োজন হলে আজকে উপকরণ সরবরাহ কর"ন
- কোন উপকরণের প্রয়োজন হলে তা চাইতে বলুন, চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহ করা হবে
- প্রস্তুতির সময় ১ ঘন্টা নির্ধারণ করে দিন
- সবাইকে প্রস্তুতি নিতে আহবান জানান
- ঘুরে ঘুরে দেখুন
    ১) কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না
    ২) দলের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করছে কিনা
    ৩) প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করছে কিনা/ তৈরী করতে পারছে কিনা
    ৪) প্রস্তুতি বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা
- কোন দলের সহায়তা প্রয়োজন হলে সহায়তা করুন
- উপকরণ তৈরীতে উদ্বুদ্ধ কর"ন ও সহায়তা কর"ন
- দলের সকল সদস্যকে অংশগ্রহণ করাতে কৌশল অবলম্বন কর"ন
- উপস্থাপনার নিয়মগুলো বলে দিন
    ১) অধিবেশনের ক্রমানুসারে উপস্থাপন করা হবে
    ২) একটি দল উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২০ মিনিট
    ৩) উপস্থাপনার সময় কেউ কোন মন্তব্য করবে না
    ৪) উপস্থাপনার সময় অন্যান্য দলসহ সহায়ক উপস্থাপক দলের ভাল-মন্দ দিক নোট নিবে নোটের বিষয় থাকবে
        √ সময় জ্ঞান
        √ পদ্ধতি
        √ বিষয় উপস্থাপন
        √ অনুবিষয় উপস্থাপন
        √ উপকরণের ব্যবহার
        √ দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ

    ৫) উপস্থাপনা শেষে ১০ মিনিট আলোচনার সুযোগ থাকবে আর কি কি কররে আরো ভাল করা যেত

৬) আগে অন্যান্য দলের সদস্যদের একজন একজন করে আলোচনার সুযোগ দিন, একজন যে বিষয় বলেছে অন্যজন তা পুনরায় না বলতে বলুন

৭) অংশগ্রহণকারীদের আলোচনা শেষে আর কিছু অবশিষ্ট থাকলে বলুন

- সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন

সংযোজনী-৯.১

প্রশিক্ষক হবার কৌশল

➢ **পরিকল্পনা সভা করা**

প্রশিক্ষণের শুরুতেই পুরো প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক যেমন, সহায়ক কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন, প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে চা-নাস্তা ও দুপুরের খাবার সময়ানুযায়ী যাতে সরবরাহ করা হয় অর্থাৎ পুরো অধিবেশনের ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করবেন। এই পরিকল্পনা সভায় একটি চেকলিস্ট তৈরি করবেন। চেকলিস্টের ধারণা নীচে দেয়া হলো:

➢ **চেকলিষ্ট**

- অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকদের তালিকা অনুযায়ী অবহিতকরণ
- অংশগ্রহণকারীদের তালিকা অনুয়ায়ী নিবন্ধন শিট তৈরি করা
- উদ্বোধনী ও সমাপনী পর্বের জন্য প্রস্তুতি
- আমন্ত্রণপত্র তৈরি ও বিতরণ
- অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা
- প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করা
- উপকরণ সংগ্রহ ও প্রয়োজনে তৈরি করা
- নেম ট্যাগ তৈরি করা
- প্রশিক্ষণ সূচি ও হ্যান্ডআউট ফটোকপি করা
- প্রশিক্ষণের স্থান প্রশিক্ষণের উপযোগী করা
- ব্যানার তৈরি
- চেয়ার/টেবিলের বরাদ্ধ দেয়া (প্রয়োজনে)
- সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া করা (প্রয়োজনে)

➢ **প্রশিক্ষণ ভেন্যু**

- প্রশিক্ষণ কক্ষটি হবে আলো-বাতাস পূর্ণ ও খোলামেলা
- প্রশিক্ষণ কক্ষটি মূল রাস্তার উপর/পাশে না হয়ে একটু ভিতরে হওয়া ভালো, এতে যানবাহনের শব্দ শিক্ষণের ব্যাঘাত ঘটাবে না
- প্রশিক্ষণ কক্ষের পরিসর এমন হওয়া উচিত, যাতে করে অংশগ্রহণকারীরা ইউ (U)-আকৃতিতে বসতে পারে
- ভিপ বোর্ড/হোয়াইট বোর্ড/ব- ্যাক বোর্ড রাখার জায়গা থাকতে হবে
- যদি বোর্ডের ব্যবস্থা না থাকে সেক্ষেত্রে চওড়া দেয়াল দেখে প্রশিক্ষণ কক্ষ নিতে হবে

- অংশগ্রহণকারীদের বসার পর পিছনে বা পাশে বারান্দায় দলীয় কাজের জন্য জায়গা থাকতে হবে
- প্রশিক্ষণ কক্ষটিতে খাবার পানি ও টয়লেটের ব্যবস্থা আছে কিনা দেখে নিতে হবে।

➢ **প্রশিক্ষণ দক্ষতা**

- বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে; তবে নিজেকে সবজানি, এমনটি না ভাবা
- বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি
- মনোযোগ সহকারে শোনা
- যথাযথভাবে প্রশ্ন করা
- ধৈর্য্যশীলতা
- অংশগ্রহণকারীদের যথাযথ সম্মান দেখানো
- মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া
- প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা
- প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা

➢ **অধিবেশন পরিচালনা পদ্ধতি**

- সকল অংশগ্রহণকারীর আলোচনায় অংশগ্রহণ ও তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে
- বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ও কৌশলের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, যাতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণকে সফল করতে পারেন
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শ্রেণীকক্ষভিত্তিক শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। প্রশিক্ষণের শেষ দিনে অধিবেশন পরিচালনার ব্যবস্থা রয়েছে

ঝোড়ো ভাবনা (Brain Storming)

'মুক্ত চিন্তার ঝড়' পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারীদের একক বা দলীয়ভাবে ৫-১৫ মিনিটের মধ্যে কোন বিষয়ের উপর তাৎক্ষণিক ধারণা যাচাই করা হয়। সহায়ক অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো ফ্লিপশিটে বা বোর্ডে লিখবেন । নিজে কোন মন্তব্য করবেন না।

অনুশীলন (Exercise)

কোন বিষয় সম্পর্কে ধারণা পাবার পর সেই বিষয় সম্পর্কিত কোন কাজ হাতে-কলমে করার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করার কৌশল বা প্রক্রিয়াই হচ্ছে অনুশীলন।

কার্ড সংগ্রহ ও গুচ্ছকরণ (Card collection & clustering)

কোন বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা বা মতামত কার্ডে লিখতে বলা হয়। লিখত কার্ডগুলো সংগ্রহ করে পড়ে পড়ে একটার পর একটা কার্ড রেখে বোর্ডে লাগানো হয়, পাশাপাশি একই ধরণের কার্ডগুলো বিভিন্ন গুচ্ছে ভাগ করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে প্রতিটি গুচ্ছের বা বিষয়ের একটি করে শিরোনাম দেয়া হয়।

ছোট দলে আলোচনা (Small group discussion)

অংশগ্রহণকারীদের বড় দলকে ভেঙ্গে যখন ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয় এবং সেই ছোট ছোট দলগুলো যখন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তখন তাকে ছোটদলে আলোচনা বলে। এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীরা দলীয়ভাবে নিজেদের মতামতগুলো ফ্লিপশিটে বা কাগজে বা কার্ডে লিখে থাকেন।

ভূমিকা অভিনয় (Role Play)

কোন ঘটনা বা বিষয় নিয়ে অভিনয় করার পর বিশে- ষণের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করার পদ্ধতিকে ভূমিকা অভিনয় বলে। এখানে অংশগ্রহণকারীরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘটনাটি অভিনয় করে থাকেন। অভিনয় শেষ হবার পর প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো বিশে- ষণ করা হয়।

দল ভাগের কৌশলঃ

দল ভাগের বিভিন্ন কৌশল আছে। দল ভাগের সময় বিভিন্ন আনন্দদায়ক পদ্ধতি অবলম্বন করলে একঘেঁয়েমি থাকে না। যেমন-

- যদি ৪টি দলে ভাগ করতে চান, তাহলে যে কোন একদিক থেকে অংশগ্রহণকারীদের ১ হতে ৪ পর্যন্ত গুণতে বলুন। পরবর্তী ৪ জন আবার ১ হতে ৪ পর্যন্ত গুণবে। এভাবে সকলের গোণা শেষ হলে, সকল ১, সকল ২, সকল ৩ ও সকল ৪ নিয়ে আলাদা আলাদা দল গঠন করুন।
- কাড বা কাগজ কেটে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা অনুযায়ী সমান ৪টি বা ৬টি ভাগে কার্ড বা কাগজগুলোকে ভাগ করে এক একটি ভাগে ফুল, ফল, পাখি, নদী, মাছ, শহরের নাম আগে থেকে লিখে রাখতে হবে। দল ভাগের সময় প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি করে নাম লেখা কার্ড বা কাগজ তুলতে বলুন এবং ঘুরে ঘুরে অন্যদের সাথে মিলাতে বলুন। সব ফুলের নাম লেখা অংশগ্রহণকারীদেরকে একটি দলে, সব ফলের নাম লেখা অংশগ্রহণকারীদেরকে একটি দলে- এভাবে ভাগ হতে বলুন।

প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণসমূহঃ

প্রশিক্ষণ সহায়িকার প্রত্যেক অধিবেশন পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ যেমন মার্কার, বোর্ড, কার্ড, ইত্যাদির তালিকা রয়েছে। উলে- খিত উপকরণ না থাকলে বিকল্প উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন- বোর্ড পাওয়া না গেলে ঘরের দেয়াল, কার্ডের বদলে রঙিন কাগজ বা পোস্টার বা কাগজপত্র ইত্যাদি, মার্কারের বদলে সাইন পেন ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্ষেত্রমত মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা যেতে পারে।
প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত সহায়ক উপকরণগুলো যেমন- লিখিত পোস্টার বা ফ্লিপশিট ইত্যাদি প্রশিক্ষকদের কাছে সরবরাহ করা হবে। মডিউলে এই সব উপকরণগুলোর নমুনা দেয়া আছে। নমুনা অনুযায়ী প্রশিক্ষক দল নিজেরাও আগে থেকে উপকরণ তৈরি করে নিতে পারেন।

প্রশিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনা বিষয়ে কিছু গুর"ত্বপূর্ণ পরামর্শঃ

- অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত শুভেচ্ছা জানানো ও কুশল বিনিময়
- সহজ, সুন্দর, সাবলীলভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন
- আত্মবিশ্বাসের সাথে অধিবেশন পরিচালনা
- অংশগ্রহণকারীদের জড়তা কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করা
- সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- দলীয় কাজে সহায়তা করা
- পূর্বের অধিবেশনের সাথে বর্তমান অধিবেশনের সম্পর্ক স্থাপন

- বিষয়বস্তু সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া
- প্রতিটি অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ করা

অধিবেশন- দশ

শিরোনাম : প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন ও সমাপনী

প্রক্রিয়া :

- মূল্যায়ন ছক আগে থেকে ফটোকপি করে রাখুন
- অংশগ্রহণকারী সকলকে এক কপি করে মূল্যায়ন ছক **(সংযোজনীঃ ১০.১)** প্রদান করুন
- ছক প্রদান করার পর মতামত প্রদানের জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন
- সময় শেষে সকলের থেকে ছকগুলো সংগ্রহ করে নিন
- অংশগ্রহণকারী কর্তৃক প্রদত্ত মন্তব্যগুলো সার সংক্ষেপ করে সকলকে বলুন

সমাপনী

- তিন দিনের প্রশিক্ষণে মনযোগ এবং ধৈর্য্য সহকারে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সকলকে বলুন যে, তিনদিন আমরা যে শ্রম দিয়েছি, সময় দিয়েছি, জ্ঞান অর্জন করেছি তখনই তা সার্থক হবে যখন আমরা প্রত্যেকেই এ জ্ঞান বাস্তবভাবে প্রয়োগ করবো অর্থাৎ কাজে লাগাতে পারবো এবং আমাদের প্রত্যেকের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হব। প্রত্যেককে শুরু করতে হবে নিজের থেকে তারপর পরিবার, সমাজ এবং সবশেষে রাষ্ট্র। তবেই একদিন আমাদের সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

- মনে রাখতে হবে- এই প্রশিক্ষণে আমরা যে সকল জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছি তা যদি আমরা আমাদের নিজের পরিবার, সমাজে এবং কর্মক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি তবেই এই প্রশিক্ষণটি কার্যকরী ও ফলপ্রসু হবে। কারণ নারী পুরুষ বৈষম্য দূর করা সম্ভব না হলে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে পরিবারের ভিতরে যে বৈষম্য ও অন্যায় তা সবার জন্য ক্ষতিকর। এ শুধু মেয়েদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে না পুরো পরিবার এবং সমাজের ক্ষতি করছে। মাঠের অর্ধেক ফসল খুব ভালো, পরিপুষ্ট আর অর্ধেক পোকা ধরা ও অপরিপুষ্ট হলে কি কৃষক ভাল থাকতে পারে? আবার পরিবারের বা সমাজের অর্ধেক সদস্যকে সমান সুয়োগ সুবিধা না দিলে কি প্রকৃত অর্থে ভাল থাকা যায়? এ বিষয়গুলির পরিবর্তন হওয়া খুবই জর"রী। এ পরিবর্তন করতে হলে প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আশা করি আমরা যারা প্রশিক্ষণ পেয়েছি তারা প্রত্যেকেই এ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আন্তরিকভাবে শরীক থাকবো

- সমাপনী পর্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি শেষ কর"ন

সংযোজনী-১০.১

জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফরমেট

১. কোন কোন বিষয় / পদ্ধতি কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে?

বিষয় / পদ্ধতি নাম	কি ধরনের ঘাটতি ছিল

২. কোন কোন বিষয় / পদ্ধতি আপনি মনে করেন আরো অনুশীলন করা প্রয়োজন

-
-
-

৩. প্রশিক্ষণ উন্নয়নে আপনার পরামর্শ

-
-
-

সংযুক্তি ১

সংশি- ষ্ট সহায়তাকারী সংস্থা ও ব্যক্তির যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নম্বর

যে কোন ধরণের নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতামূলক ঘটনার শিকার হলে অথবা লক্ষনীয় হলে যে কোন সময় নিম্নোক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা নেয়া যাবে। তবে অনুগ্রহপূর্বক শুধুমাত্র নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

রাঙ্গামাটি:
ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার (আইনী সেবা, মানসিক সেবা, সহযোগী এনজিও থেকে আইনগত পূনর্বাসন সেবা, চিকিৎসা, রাত্রিযাপন-সর্বোচ্চ ৫ দিন)
কোতয়ালী খানা সংলগ্ন
রাঙ্গামাটি
টেলিফোন: ০৩৫১-৬৩২৮২
মোবাইল: ০১৭১৩০৩৬১১৭, ০১৭১৩০৩৬১১৮
* যদিও ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারটি রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত কিন্তু তিন পার্বত্য জেলার সকলে এখান থেকে সার্ভিস নিতে পারবেন।

রাঙ্গামাটির মানবাধিকার কর্মীর নাম ও যোগাযোগের নম্বর যাদের কাছ থেকে সবসময় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে সহায়তা চাওয়া যাবে:

কনিকা বড়ুয়া, সভাপতি জেলা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ- ০১৭২০৩৫৬০৭৯
টুকু তালুকদার, জেলা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ আন্দোলন কমিটি- ০১৭৩০০৮৬৩৩৬, ০১৫৫৮৮৮৩১২৭
এডভোকেট সুস্মিতা চাকমা, সভাপতি ডব্লিউ আর এন- ০১৭১৫৭৫২৮৯৮
মিনারা বেগম, জেলা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কমিটি- ০১৫৫৮৪৩০১১৮

খাগড়াছড়ির মানবাধিকার কর্মীর নাম ও যোগাযোগের নম্বর যাদের কাছ থেকে সবসময় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে সহায়তা চাওয়া যাবে:
নমিতা চাকমা, দুর্বার- ০১৫৫৬৫৭৭৫২৮
শেফালিকা ত্রিপুরা, ডব্লিউ আর এন- ০১৫৫৩৩৮৮১১০
মেহের নিগার, নারীপক্ষ দুর্বার- ০১৫৫৩৪০৩৪৭৭

বান্দরবানের মানবাধিকার কর্মীর নাম ও যোগাযোগের নম্বর যাদের কাছ থেকে সবসময় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে সহায়তা চাওয়া যাবে:
ডনাই প্রু নেলী, নারীপক্ষ দুর্বার/ ডবলিউ আর এন- ০১৫৫৬৪৯৭১৯৮
উত্তরা ত্রিপুরা, ডব্লিউ আর এন ০১৮৪৩০৩২০৩৬
এডভোকেট মাধবী মার্মা ০১৫৫৬৭৪৩৭২৭
জনাব রুহুল ০১৭৭৫১৯৯৯০০, ০১৫৫০৬০১৭৫৫
অং চাও মার্মা, বিএনকেএস- ০১৫৫৫০৪৫৯১৫

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার সকল অফিসারদের নাম ও মোবাইল নম্বর ঃ-

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মোবাইল নাম্বার	টেলিঃ অফিস	টেলিঃ বাসা
১.	জনাব আমেনা বেগম পুলিশ সুপার, রাঙ্গামাটি।	01713-373675 01550-607894	62204	62206
২.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর)।	01730-336137 01717-037614	62126	
৩.	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ)	01730-336139 01816-727609	63191	
৪.	জনাব হোসাইন মোহাম্মদ কবির ভূঁইয়া অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল।	01557-375846 01730-336141		
৫.	জনাব মোঃ হাবীবুল্লাহ সহকারী পুলিশ সুপার, কাপ্তাই সার্কেল।	01752-023200		
৬.	জনাব মোঃ রেজাউল করিম সহকারী পুলিশ সুপার, (সদর)।	01730-336140 01746-203030	62027	
৭.	জনাব আব্দুল মতিন, ডিআইও(১), ডিএসবি।	01730-336143	62064	
৮.	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন খান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক।	01820-218841	63072	
৯.	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, ওসি ডিবি, রাঙ্গামাটি।	01812-682595	63015	
১০.	জনাব কাজী আব্দুল ওহাব আরআই, পুলিশ লাইন, রাঙ্গামাটি।	01730-336147 01716-633937	62020	62031
১১.	জনাব সাইফুল আলম চৌধুরী ওসি, কোতয়ালী থানা,রাঙ্গামাটি।	01730-336145 01717-160096	62060	62061
১২.	জনাব শ্যামল কান্তি বড়ুয়া ওসি, কাউখালী থানা,রাঙ্গামাটি।	01715-265100 01552-718500		
১৩.	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল ওসি, নানিয়ারচর থানা,রাঙ্গামাটি।	01816-863427		
১৪.	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন ওসি, কাপ্তাই থানা,রাঙ্গামাটি।	01711-152447 01834-619499		
১৫.	জনাব প্রদীপ কুমার দাশ, পিপিএম ওসি, চন্দ্রঘোনা থানা,রাঙ্গামাটি।	01711-373168 01558-317662		
১৬.	জনাব মোঃ অহিদ উল্লাহ সরকার ওসি, রাজস্থলী থানা, রাঙ্গামাটি।	01819-171072 01712-008751		
১৭.	জনাব অঞ্জন কুমার পাল, ওসি বিলাইছড়ি থানা	01550-605505		
১৮.	জনাব মোঃ রেজাউল হক ওসি, লংগদু থানা,রাঙ্গামাটি।	01553-420237 01824-778350		
১৯.	জনাব রফিক উল্লাহ ওসি, বাঘাইছড়ি থানা, রাঙ্গামাটি।	01819-955844		
২০.	জনাব মোঃ আব্দুল করিম ওসি, বরকল থানা,রাঙ্গামাটি।	01557-345779		
২১.	জনাব মোঃ ইউছুফ সিদ্দিকী, পিপিএম। ওসি, জুরাছড়ি থানা, থানা	01557-399757		

সংযুক্তি ২: ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা

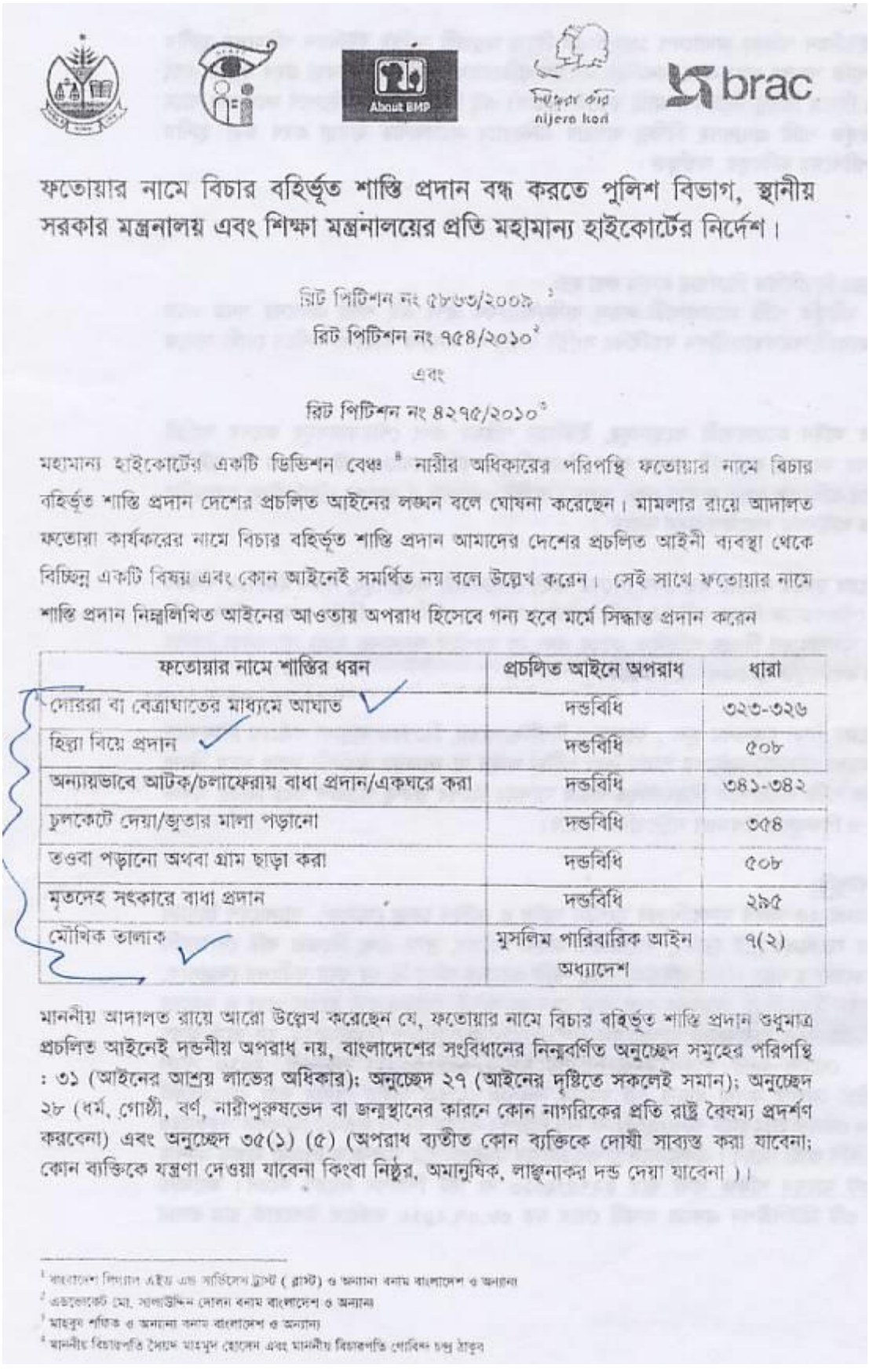

ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান বন্ধ করতে পুলিশ বিভাগ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের প্রতি মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ।

রিট পিটিশন নং ৫৮৬৩/২০০৯ [1]

রিট পিটিশন নং ৭৫৪/২০১০ [2]

এবং

রিট পিটিশন নং ৪২৭৫/২০১০ [3]

মহামান্য হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ [4] নারীর অধিকারের পরিপন্থি ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান দেশের প্রচলিত আইনের লঙ্ঘন বলে ঘোষনা করেছেন। মামলার রায়ে আদালত ফতোয়া কার্যকরের নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান আমাদের দেশের প্রচলিত আইনী ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিষয় এবং কোন আইনেই সমর্থিত নয় বলে উল্লেখ করেন। সেই সাথে ফতোয়ার নামে শাস্তি প্রদান নিম্নলিখিত আইনের আওতায় অপরাধ হিসেবে গন্য হবে মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন

ফতোয়ার নামে শাস্তির ধরন	প্রচলিত আইনে অপরাধ	ধারা
দোররা বা বেত্রাঘাতের মাধ্যমে আঘাত	দন্ডবিধি	৩২৩-৩২৬
হিল্লা বিয়ে প্রদান	দন্ডবিধি	৫০৮
অন্যায়ভাবে আটক/চলাফেরায় বাধা প্রদান/একঘরে করা	দন্ডবিধি	৩৪১-৩৪২
চুলকেটে দেয়া/জুতার মালা পড়ানো	দন্ডবিধি	৩৫৪
তওবা পড়ানো অথবা গ্রাম ছাড়া করা	দন্ডবিধি	৫০৮
মৃতদেহ সৎকারে বাধা প্রদান	দন্ডবিধি	২৯৫
মৌখিক তালাক	মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ	৭(২)

মাননীয় আদালত রায়ে আরো উল্লেখ করেছেন যে, ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান শুধুমাত্র প্রচলিত আইনেই দন্ডনীয় অপরাধ নয়, বাংলাদেশের সংবিধানের নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ সমূহের পরিপন্থি : ৩১ (আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার); অনুচ্ছেদ ২৭ (আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান); অনুচ্ছেদ ২৮ (ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারনে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শণ করবেনা) এবং অনুচ্ছেদ ৩৫(১) (৫) (অপরাধ ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবেনা; কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাবেনা কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক, লাঞ্ছনাকর দন্ড দেয়া যাবেনা)।

[1] বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য

[2] এডভোকেট মো. সালাউদ্দিন দোলন বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য

[3] মাহবুব শফিক ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য

[4] মাননীয় বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এবং মাননীয় বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুর

এছাড়াও ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নানাবিধি অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং সরকার এ বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা জারী করতে পারবে। এই বিধানের অংশ হিসেবে ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদানসহ বিভিন্ন অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বের অর্ন্তভূক্ত।

মামলার রায়ে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়ঃ

১. বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রয়োগকারী সকল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ এবং এই শাস্তি প্রদানের সময় এতে সহায়তাকারী/সহায়তাকারীগন দন্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারায় বা অন্যান্য আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্ত হবে।

২. দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহ তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকায় ফতোয়া কার্যকারী করার নামে বিচারবহির্ভূত শাস্তি প্রদানের ঘটনা যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করবে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটলে অপরাধীর বিরূদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহন করবে ।

৩. সরকারের স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয় দেশের আইন প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহ, সকল ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভাকে বিচার বহির্ভূত শাস্তি আরোপ করা যে সংবিধান বহির্ভূত এবং আইনে শাস্তি যোগ্য অপরাধ সে বিষয়ে অভিহিত করবে এবং সে ব্যাপারে জনগনের মধ্যে সচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে যথপোযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৪. সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয় স্কুল , কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষত মাদ্রাসা পর্যায়ের সিলেবাসে সংবিধানের প্রাধান্য, আইনের শাসন এবং শরীয়া আইন বা ফতোয়া কার্যকরী করার নামে বিচার বহির্ভূত শাস্তি আরোপকে নিরূৎসাহিত করার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন প্রকার প্রবন্ধ ও শিক্ষমূলক উপকরণ সন্নিবেশিত করবে।

মামলার পটভূমিঃ

২০০৯ সালের ২৫ আগষ্ট মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাষ্ট (ব্লাষ্ট), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ব্রাক এবং নিজেরা করি দেশব্যাপি সংঘটিত ফতোয়ার নামে বিচার বহির্ভূত বিভিন্ন শাস্তি প্রদানের ঘটনা বিশেষ করে নারীদের বেত্রাঘাত, দোররা মারা, হিল্লা বিয়ে, একঘরে করে রাখা কেন বে-আইনী ঘোষনা করা হবেনা এবং এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে সরকারকে কেন নির্দেশ দেয়া হবেনা, সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করেন (রিট পিটিশন নং ৫৮৬৩/২০০৯)। জানুয়ারী, ২০১০ সালে ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার কসবা থানার ১৬ বছরের কিশোরী দোররা মারার শিকার হলে এডভোকেট সালাউদ্দিন দোলন হাইকোর্টে ৭৫৪/২০১০নং রিট পিটিশন দায়ের করলে মাননীয় আদালত সরকারের প্রতি রুলনিশি জারী করেন। একইভাবে ব্রাহ্মনবাড়িয়ার বাঙ্গারামপুরে তরুনীকে দোররা মারার ঘটনায় এডভোকেট মাহবুব শফিক বাদী হয়ে ৪২৭৫/২০১০ নং রিট পিটিশন দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট ৩টি রিটপিটিশন একত্রে শুনানী শেষে গত ০৮.০৭.২০১০ তারিখে উপরোক্ত রায় প্রদান করেন।

সংযুক্তি ৩: সহিংসতার শিকারদের চিকিৎসা ও মেডিক্যাল পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান কার্যকর করার পরিপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
(জেন্ডার ইস্যুজ শাখা)

নং-স্বাপকম/জিআই-১৯/৯৭/ ৯৩

তারিখ : ১ আশ্বিন, ১৪০৯ / ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০২

পরিপত্র

সরকার নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাঁদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় উপযুক্তরূপে সম্পৃক্ত করতে বদ্ধপরিকর। নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত ঘটনা মাঝে মাঝেই সরকারের এ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করছে। এ জাতীয় ঘটনার প্রতিকার ও প্রতিরোধকল্পে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে **"নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০"-এর ৩২-নং ধারা "এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২"-এর ৪৩ (২) নং উপধারা ও এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২-এর ২৯ নং** ধারায় এ জাতীয় অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও মেডিকেল পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান কার্যকর করার অনুরোধসহ নিম্নরূপ নির্দেশ প্রদান করছে :

(ক) পুলিশের রেফারেন্স ছাড়াও ধর্ষণ এবং অন্যান্য সহিংসতার শিকার কোন নারী ও শিশু যে কোন সরকারি স্থাপনায় কিংবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে তাৎক্ষণিকভাবে কর্তব্যরত চিকিৎসক (ন্যূনতম মেডিকেল অফিসার) তাঁকে যথানিয়মে পরীক্ষা করবেন এবং মেডিকেল সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও নিকটস্থ থানায় প্রেরণ করাসহ, যাকে পরীক্ষা করবেন তাঁকেও ১ (এক) কপি প্রদান করবেন ;

(খ) চিকিৎসক এবং তাঁর ক্লিনিক্যাল সহকারীগণ নির্যাতিত নারী বা শিশুকে যথাসাধ্য সেবা দিবেন ;

(গ) জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিতে সিভিল সার্জন একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বিধায় কমিটির প্রতিটি সভায় তিনি নিয়মিত যোগদান, চিকিৎসা/এতদসংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লেষে কোন মামলা পেন্ডিং থাকলে সে বিষয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার ইস্যুজ শাখায় মাসিক প্রতিবেদন দিবেন ;

(ঘ) এসিড/অগ্নি/ অন্য কোন দাহ্য পদার্থ দিয়ে দগ্ধ, গুরুতর আহত অবস্থায় কোন নির্যাতিত নারী বা শিশু হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অবস্থান করলে তাদের জবানবন্দি রেকর্ড করার বিষয়ে যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে, যা পরবর্তী সময়ে মৃত্যুকালীন জবানবন্দি বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হিসেবে প্রয়োজনে মামলার বিচার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে ;

(ঙ) মাদক, রাসায়নিক পদার্থ বা অন্য যে কোন উপায়ে নেশা সৃষ্টি বা অচেতন করার ফলে কোন নারী বা শিশু হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি হলে সে ক্ষেত্রেও তাঁদের যথাযথ সেবাদান ও জবানবন্দি রেকর্ড করার বিষয়েও জরুরি পদক্ষেপ নিতে হবে ;

(চ) এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এর ধারা ৪৩ এর উপ-ধারা (২) এর বিধানানুযায়ী এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসক কর্তৃক প্রয়োজনীয় চিকিৎসার পরামর্শ প্রদান এবং তজ্জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বা জেলা প্রশাসক বা তাঁর নিকট হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করতে হবে ;

(ছ) এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের প্রয়োজনে তাঁর নাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি বা তাঁর তত্ত্বাবধায়ক বা অভিভাবক বা চিকিৎসক ইচ্ছা করলে আবেদন করতে পারবেন ;

(জ) এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ২ নং আইন) এর ধারা ২৯ (৩) উপ-ধারা এর বিধানের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধ করা আমাদের সকলের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এ প্রেক্ষিতে উপর্যুক্ত নির্দেশাবলীর প্রতিপালন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

[অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সংযুক্তি ৪: নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি ও সেল গঠনের নির্দেশের সরকারী পরিপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-সেল
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- মশিবিম/শা-সেল/১৬/৯৯/১৩৫৯ তারিখ ঃ২০/১২/২০১০

প্রজ্ঞাপন

সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে গত ২৩/৩/১৯৮৯ তারিখে সকমবিম/মবি-৩(কমিটি)/৭৫/৮৯-১২৪(৬৪) নং স্মারকমূলে উপজেলা নারী নির্যাতন নিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বাতিলপূর্বক জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি নিম্নবর্ণিতভাবে নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হলো ঃ

জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি ঃ

১। জেলা প্রশাসক	-	সভাপতি
২। পুলিশ সুপার	-	সদস্য
৩। সিভিল সার্জন	-	সদস্য
৩। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	-	সদস্য
৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	-	সদস্য
৫। উপ-পরিচালক সমাজসেবা অধিদপ্তর	-	সদস্য
৬। জেলা তথ্য অফিসার	-	সদস্য
৭। বিজ্ঞ পি পি	-	সদস্য
৮। জেলা বার কাউন্সিলের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯। সভাপতি প্রেসক্লাব	-	সদস্য
১০। জাতীয় মহিলা সংস্থার একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
১১। জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

ক) কমিটি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত সর্বপ্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
খ) কমিটি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে অভিযোগ সমূহ গ্রহণ করেসেগুলো সমাধানের জন্য জরুরী ভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। কমিটি কর্তৃকযে সকল অভিযোগের নিষ্পত্তি সম্ভব নয় সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ মহা-পরিচালক , মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা এর নিকটপ্রেরণ করবে।
গ) কমিটিযৌতুক বিরোধী আন্দোলনকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিনত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
ঘ) কমিটি যৌন হয়রানী রোধ/ ইভটিজিং প্রতিরোধে সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
ঙ) কমিটি বাল্য বিবাহ রোধে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
চ) কমিটি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা এবং যৌন হয়রানীরোধ / ইভটিজিং ঘটনার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
ছ)কমিটির গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিমাসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকাররী সচিব

বিতরণ ঃ

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
২। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ,লেখাসামগ্রী ,ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,তেজগাঁও , ঢাকা। পরবর্তীগেজেটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধসহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-সেল
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং- মশিবিম/শা-সেল/১৬/৯৯/১৩৬০ তারিখ ঃ২০/১২/২০১০

প্রজ্ঞাপন

সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে গত ২৩/৩/১৯৮৯ তারিখে সকমবিম/মবি-৩(কমিটি)/৭৫/৮৯-১২৫ নং স্মারক মূলে উপজেলা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি বাতিলপূর্বক উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি নিম্নবর্ণিতভাবে নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হলো ঃ

উপজেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরেরাধ কমিটি ঃ

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
২। উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	-	সদস্য
৩। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৪। থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা	-	সদস্য
৫। সমাজসেবা কর্মকর্তা	-	সদস্য
৬। জাতীয় মহিলা সংস্থার প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭। সভাপতিপ্রেসক্লাব	-	সদস্য
৮। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	-	সদস্য-সচিব

উপজেলা কমিটির কার্যপরিধি ঃ

ক) কমিটি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কিত সর্বপ্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
খ) কমিটি নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সম্পর্কে অভিযোগ সমূহ গ্রহণ করেসেগুলো সমাধানের জন্য জরুরী ভাবে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। কমিটি কর্তৃক যে সকল অভিযোগের নিস্পত্তি সম্ভব নয় সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জেলা মহিলা ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির নিকট পেরণ করবে।
গ) কমিটি যৌতুক বিরোধী আন্দোলনকে একটি জাতীয় আন্দোলনে পরিনত করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
ঘ) কমিটি যৌন হয়রানী রোধ/ ইভটিজিং প্রতিরোধে সকল প্রকার কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
ঙ) কমিটি বাল্য বিবাহ রোধে প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
চ) কমিটি নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা এবংযৌন হয়রানী রোধ / ইভটিজিং ঘটনার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।
ছ) কমিটির গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিমাসে জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোঃ রফিকুল ইসলাম
সিনিয়র সহকাররী সচিব

বিতরণ ঃ

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)
২। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, মুদ্রণ ,লেখাসামগ্রী ,ফরমস ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,তেজগাঁও , ঢাকা। পরবর্তীগেজেটে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধসহ।